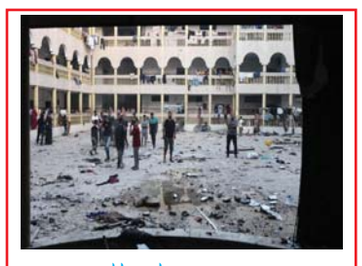

গাজায় স্কুলে নামাজরতদের উপর ইসরায়েলি হামলার নিন্দা

● ● ● ●

সারে-জমিন

ডাক্তারের খুনিকে এনকাউন্টার করে মারা উচিত: অভিষেক

রূপসী বাংলা

চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যেও ধর্ষণ-খুনের কালো ছায়া

সম্পাদকীয়

ভারতের অকুতোভয় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু

রবি-আসর

ফ্রান্সকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে ফুটবলের সোনা স্পেনের

● ● ● ●

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১১ আগস্ট, ২০২৪
২৬ শ্রাবণ ১৪৩১
৫ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 217 ■ Daily APONZONE ■ 11 August 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


**প্রথম নজর**

## বাংলাদেশি ভেবে বস্তি ভাঙচুর, মুসলিমদের মারধর হিন্দু রক্ষা দলের

**আপনজন ডেস্ক:** শুক্রবার হিন্দু রক্ষা দলের একটি দল তাদের নেতা ভুপেন্দ্র তোমার ওরফে পিঙ্কি চৌধুরীর নেতৃত্বে গুলধর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে গাজিয়াবাদের কাভি নগর এলাকায় বস্তিতে হামলা চালিয়ে দাবি করে যে বাসিন্দারা বাংলাদেশি। হামলার দুটি ভিডিওতে, যা প্রথমে গোষ্ঠীটির নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে প্রচারিত হয়েছিল, ভিজিল্যান্টদের তাঁবু ভাঙতে, বাসিন্দাদের জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে দিতে এবং ক্রমাগত ধর্মীয় গালিগালাজ করার সময় মুসলমানদের লাঠি দিয়ে আক্রমণ করতে দেখা যায়। যদিও কংগ্রেস নেতার দাবি, এই হামলা চালানো বস্তির কোনও বাসিন্দাই বাংলাদেশি নয়, তারা গরিব ভারতী মুসলমান নাগরিক। হিন্দুত্ব ব্রিগেডের দ্বারা ভারতীয় মুসলমানকে বাংলাদেশি বলে মারধরের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনীত। তিনি বলেন, যারা নিরীহ মুসলমানদের মারধর করে তারা হিন্দু হতে পারে না।

তিনি জানান, পুলিশ বলেছে তদন্তের সময় কোনও বাংলাদেশিকে ওই বস্তিতে বসবাস করতে পাওয়া যায়নি, যার অর্থ সবাই ভারতীয় নাগরিক। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পিঙ্কি চৌধুরী এবং তার ১৫-২০ জন সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুপ্রিয়া শ্রীনীত বস্তিতে মুসলিমদের মারধরের ঘটনার ভিডিও এবং পুলিশের বিবৃতি শেয়ার করেন, যাতে বস্তির বাসিন্দাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

## জুনিয়র ডাক্তার খুনে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানালেন মমতা

**আপনজন ডেস্ক:** পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তার সরকার আরজি কর হাসপাতালের স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ জুনিয়র ডাক্তারকে যৌন নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড চাইবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, তিনি তদন্তকারী অফিসারদের এই মামলাটি দ্রুত ট্র্যাক আদালতে বিচার করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছেন।

শুক্রবার উত্তর আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হলের ভিতর থেকে ওই মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে খুনের আগে যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনায় ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে ফাঁসির আবেদন জানানো উচিত বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ফাঁসির বিরোধী। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনায় এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজন আছে। যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এই ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়। মমতা বলেন, যাকে ধরা হয়েছিল, যারা হাসপাতালের ভিতরে যাতায়াত করেন, তাদের মধ্যেই কেউ এই কাজ করে থাকবেন। যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেও হাসপাতালে যাতায়াত করত। আমি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি, দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এই মামলা তুলতে। প্রয়োজনে ফাঁসির আবেদন জানাতে। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকের মৃত্যু অমানবিক, অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমার মনে হচ্ছে, যেন নিজের পরিবারের কাউকে হারিয়ে ফেলেছি। এই ঘটনাকে কখনওই সমর্থন করা যায় না। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ ও মিছিল ন্যায়সঙ্গত বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিকে আমি সমর্থন করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দাবি উঠলে সিবিআই-সহ অন্য কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও আপত্তি নেই।

এই ঘটনাকে ভয়াবহ ও ঘৃণ্য আখ্যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের স্বাস্থ্যসেবা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এর আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বলেন, দোষী প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করবে বাহিনী।

## আরজি করে খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

**আপনজন ডেস্ক:** কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৩১ বছরের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নগর আদালতের নির্দেশে আসামিকে ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় মেডিকেলের ছাত্ররা মিছিল করেছে, ঘটনার নিন্দা করেছে এবং সমস্ত হাসপাতালে যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে যাতে চিকিৎসকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। এতে দিনভর রোগী সেবা ব্যাহত হয়।

প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে খুন হওয়ার আগে নির্যাতিতাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, অভিযুক্ত বহিরাগত ছিল, যার হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তার কার্যকলাপ বেশ সন্দেহজনক এবং সে সরাসরি অপরাধের সাথে জড়িত বলে মনে হচ্ছে।

আক্রান্ত জুনিয়ন ডাক্তার পালমোনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। ময়নাতদন্তে আত্মহত্যার সম্ভাবনাও নাকচ করে দেওয়া হয়েছে জানিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, টালা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোর ৩টে থেকে ৬টার মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এটা অবশ্যই আত্মহত্যার ঘটনা নয়, যৌন হেনস্থার জেরেই খুন হয়েছেন ওই মহিলা। চার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরীরের নানাঅংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার চোখ ও মুখ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, মুখ ও নখের ওপর আঘাতের চিহ্ন ছিল। নির্যাতিতার গোপনাঙ্গ থেকেও রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

এছাড়া তার পেট, বাম পা, ঘাড়, ডান হাত, অনামিকা ও ঠোঁটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ক্যামেরায় ধারণ করা ময়নাতদন্তের সময় দুই নারী প্রত্যক্ষদর্শী ও ওই নিহত জুনিয়র ডাক্তারের মা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন, তার ঘাড়ের হাড়ও ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে প্রথমে শ্বাসরোধ করা হয়। পরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমরা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি, যা অপরাধীদের শনাক্ত করতে আমাদের সহায়তা করবে।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য কলকাতা পুলিশ হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সদস্যদের নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে।

এর আগে সকালে সরকারি হাসপাতালের সেমিনার হলে ওই নারীর অর্ধ নগ্ন লাশ পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার রাতে ডিউটিতে ছিলেন নিহত জুনিয়র ডাক্তার। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভিতরে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের এক চিকিৎসক বলেন, রাত ২টার দিকে জুনিয়রদের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছিলেন তিনি। এরপর তিনি সেমিনার কক্ষে যান, যেহেতু একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আলাদা অন কল রুম নেই। সকালে আমরা সেখান থেকে তার লাশ পাই। বৃহস্পতিবার রাতে তার সঙ্গে কর্তব্যরত পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্বাস্থ্য সচিব এনএস নিগম এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। চিকিৎসকের মৃত্যুর তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মহিলার বাবা-মাকে ফোন করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সিপিএমের ছাত্র ও যুব শাখা যথাক্রমে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই জানিয়েছে, তারা এই হত্যার প্রতিবাদে শনি ও রবিবার পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পথ অবরোধ করবে।

এদিকে, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পিজিটি চিকিৎসকরা জরুরি বিভাগ ছাড়া সব বিভাগের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনও তার মৃত্যুর দ্রুত তদন্তের দাবিতে মিছিল বের করে।


বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

## প্রথম নজর

### ডাক্তার খুনে এসইউসিআই পালন করল প্রতিবাদ দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** আরজিকর হাসপাতালের ঘটনায় 'প্রতিবাদ দিবস' পালন এসইউসিআই এর। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের বিশ্বাস পাড়া এলাকা থেকে ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করা হয়। মিছিলটি পরবর্তীতে গোটা শহর পরিক্রমা করার পর জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এসইউসিআই-এর কর্মী সমর্থকেরা।
উল্লেখ্য, আরজিকর মেডিক্যাল হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বালুরঘাটে এসইউসিআই এর তরফে 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। এ বিষয়ে এসইউসিআই এর তরফে নন্দা সাহা জানান, 'পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ গুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা আরজিকর মেডিকেল কলেজ। আমরা চাই সম্পূর্ণ তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনা উদঘাটন করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হোক।'

### বোলপুরে প্রতিবাদ মিছিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

**আপনজন:** কলকাতা আর জি কর কলেজে এক মহিলা ডাক্তারকে নৃশংস হত্যা বিরুদ্ধে বোলপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ও ছাত্র ছাত্রীরা। বোলপুরের শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের ডাক্তারদের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয় বোলপুর শহরে। এই মিছিলটি শুরু হয় বোলপুর চৌ রাস্তা শেষ হয় শান্তিনিকেতন বলাকা গেটের সামনে। যারা এরকম নৃশংস অত্যাচার তাদেরকে চিহ্নিত করে কঠিন শাস্তির দাবি করেন ডাক্তারা।সম্প্রীতি কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এর এক মহিলার ডাক্তারকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার প্রতিবাদ জানিয়ে এই প্রতিবাদ মিছিল।
শান্তিপূর্ণভাবে এই কর্মসূচি শেষ হয়।

## বর্ষায় রাস্তা যেন চষা খেত, আর শুখা মরসুমে ওড়ে ধুলো

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

**আপনজন:** বর্ষায় রাস্তা যেন চষা খেত, আর শুখা মরসুমে ওড়ে ধুলো। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাবাড়ি ও কতোল দুই গ্রামের মাঝে বেলিয়া দিঘিতে দুই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই মাটির রাস্তাটি পাকা করার দাবি দীর্ঘ দিনের। কিন্তু এলাকাবাসীর দাবি, তিন দশক ধরে প্রতিশ্রুতি মিললেও, রাস্তাটি পাকা হয়নি। ফলে,যানবাহন চলে না। বাসিন্দাদের একাংশকে চার কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।রাস্তাকে ঘিরে তাই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। যদিও রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলি খাতুন বলেন,এই রাস্তাটি পাঁকা করতে গেলে কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এত টাকার টেন্ডার ধরা সম্ভব না। আমি জেলা পরিষদকে রাস্তার বিষয়টি জানাব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এই রাস্তা দিয়ে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত,সালদহ,পেমা, ভক্তিপুর, বিধুয়া, ডাঙ্গিলা, তুলসীহাটা, শক্তোল ও পাড়ো যাওয়া যায়।বেহাল রাস্তার জন্য রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে চার কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয় বাসিন্দাদের।শুধু যাতায়াতেই সমস্যা হচ্ছে তা নয়।এলাকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী।দুই কিলোমিটার রাস্তার পাশে রয়েছে কয়েক হাজার বিঘা জমি। ফলে,ফসল ঘরে তোলা এবং বাজারে নিয়ে যেতেও তাদের জেরবার হতে হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্যা মার্জিনা খাতুন বলেন,আমি রাস্তাটি পরিদর্শন করেছি। চাষিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে,এমন রাস্তা চিহ্নিত করে দ্রুত যাতে সেগুলির সমস্যা মেটে তা দেখা হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম বলেন, ভোট এলে প্রতিশ্রুতি মেলে। পরে কারও দেখা মেলে না। রাস্তার জন্য বাড়তি খরচ হওয়ায় চাষি লাভের মুখ দেখতে পারছেন না। জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,রাস্তা যাতে পাকা করা হয়, সে প্রস্তাব পাঠানো হবে।

## কামদুনি কাণ্ডের মতো আরজি করের দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে: মেয়র

সুব্রত রায় ● কলকাতা

**আপনজন:** যে কোনো অপরাধীর কাজকে শক্ত হাতে দমন করা হবে। যা হয়েছে নিশ্চিত ভাবে অত্যন্ত দুঃখের এবং নিন্দনীয়। আর জি করের ঘটনা প্রসঙ্গে শনিবার এই মন্তব্য করেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন,কামদুনি তে যেরকম সব কটা গ্রেফতার হয়েছে, সেই ভাবে এই ঘটনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দোষীদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আমি আসা রাখি। আমার মেয়ে কেন সব মেয়ে আমার মেয়ে। ডিউটি অবস্থায় কেন হল আমার ও জানতে ইচ্ছা আছে। সমস্ত তদন্ত হলে দৃষ্টান্ত শাস্তি হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। নিরীহ রোগীরা তো কোনো অপরাধ করেনি। ডক্টর দের কাজ প্রাণ বাঁচানোর। তাই তারা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করবেন। আমি বিশ্বাস রাখি যে তাড়াতাড়ি ন্যায় হবে এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হবে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ টেনে মেয়র বলেন, তোমরা নেশা করবে। তোমরা নিজের সহকর্মীকে মারবে , আর বলবে পুলিশ কেন ঢুকবে। একটা অপরাধীর জন্য সমস্ত প্রশাসনকে অপরাধী বলতে হবে। আমি বিশ্বাস রাখি এটা কে কেউ সমর্থন করবে না বলে জানান মেয়র।
একটা সাধারণ মানসিকতা মানুষ সবাই চাইবে শান্তি ফিরুক। আমরা ও চাই সব মানুষ শান্তির সঙ্গে থাকুক। বাংলাদেশ আমাদের পাশের দেশ। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন দোষীদের মন্তব্য ফিরহাদের। এদিকে, ছোট ছোট বাড়ি যারা করে তাদের জন্য ছাড় দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র।। ১ কাঠা হল ৪০ হাজার টাকা বিল্ডিং সেনকশন প্ল্যান ফ্রী । ২ কাঠা হলে ৭০ হাজার টাকা এবং ৩ কাঠা হলে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ফিজ দিতে হবে। যা আগে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ছিল। জঙ্গাল অপসারণ নিয়ে কিছু মানুষের অসচেতনতার জন্য পাড়া নোংরা হচ্ছ। যার ফলে ডেঙ্গু ,ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষ যদি সচেতন হলে তাহলে আর সমস্যা থাকবে না। বর্ষা বন্ধ হলে তখনই বোঝা যাবে ডেঙ্গি অবস্থা কি। ধাপা মাঠ নিয়ে তিনি বলেন মিথ্যা কথা বলছে কোনো টাকা দেয়নি কেন্দ্র।

## নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি এসডিপিআইয়ের

আলম সেখ ● কলকাতা

**আপনজন:** শুক্রবার কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে এক জুনিয়র তরুণী ডাক্তারকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে সেমিনার হলে।
মর্মান্তিক সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর শোকাহত রাজ্যবাসী, পাশাপাশি তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের তরফে নানান ভূমিকা ও বিবৃতি দেওয়া হয়। এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম বলেন, বেটি বাঁচাও বেটি পরাও এর স্লোগান দিয়ে নিজেদের লোকের হাত থেকেই দেশের মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে অনেক আগেই ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র সরকার। দেশের প্রতিটা মা বাবা বুকভরা আতঙ্ক নিয়ে মেয়েকে

উচ্চ শিক্ষিত করতে পড়তে পাঠিয়ে থাকেন, আজ বাংলার অন্যতম ব্যস্ত হাসপাতাল কলকাতার আর জি কর-এ হওয়া ঘটনা ডাক্তার বা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে চাকরি করার স্বপ্ন দেখা প্রতিটা মেয়ের মা বাবাকে গভীর আতঙ্কে ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে চেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনির সেই জুনিয়র মহিলা চিকিৎসককে যেভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে তা হৃদয় স্পর্শকাতর। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটি পার্টি অফ ইন্ডিয়া এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে ও দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছে পাশাপাশি ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যে ভূমিকা নিয়েছে তারও জোরালোভাবে তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, এ কথাও ঠিক যে রাজ্য সরকারের উপরে আঙুল উঠবে এই সমস্ত ঘটনাকে কৌশলে আড়াল করার চেষ্টা হয়ে থাকে, ইতিপূর্বেও অনেককেই দুবার ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেই রকম কিছু হবে না এই আশঙ্কা ফেলে দেওয়ার নয় তবে উক্ত বিষয় নিয়ে বিজেপির তরফে দেওয়া বিবৃতি আরো হাস্যকর।

## অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজিরবিহীন মন্তব্য

# আরজি করে ডাক্তারের খুনিকে এনকাউন্টার করে মারা উচিত

নকীব উদ্দিন গাজী ● আমতলা

**আপনজন:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে উন্নয়ন করার জন্য প্রশাসনিক বৈঠক করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি শনিবার দিন আমতলা অডিটোরিয়াম হলে বিকাল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আধিকারিক ও পঞ্চায়েত পৌরসভার বিধানসভার বিধায়ক ও সাংসদদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন । জেলাতে কি কি উন্নয়ন করতে হবে সেই নিয়ে আলোচনা হয় যেখানে পানীয় জল রাস্তাঘাট উন্নয়নের নজর দেন ৭০ কোটি টাকার প্রকল্পের নেওয়া হয় নেওয়া হয় ৭৫ কোটি টাকার রাস্তা কাজ হবে নতুন করে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে ডাক্তার এবং ওষুধ যে সমস্যা আছে সেগুলোকে সমাধান করার আশ্বাস দেন। কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতা ছাড়া ডায়মন হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে সেই ভাতা গুলো আরো দেয়া হবে। পুজোর সময় দুস্থ পিছিয়ে পড়া মানুষদের বাড়িতে গিয়ে তাদের নতুন পোশাক পৌঁছে দেবে দলীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উন্নয়নের দিকে প্রশাসন যাতে নজর দেয় সে ব্যাপারে জেলা আধিকারিকদের বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।। এদিন প্রেস বিবৃতিতে জানান আর জি কর হসপিটালে যে ঘটনা টি ঘটে সেটি মর্মান্তিক ও দুঃখজনক, সাত দিনের মধ্যে বিচার করে দোষী কে এনকাউন্টার করে মারা উচিত। কোনভাবে রিয়াদ করা যাবে না।অবিলম্বে দোষির সাজা প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রী তার বিবৃতিতে জানিয়েছেন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় দোষীকে শাস্তি দেবার কথা বলেছেন। পাশাপাশি যে সকল রাজনীতির দল এই দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে যে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে জানান যে তারা একসঙ্গে সহমত হয়ে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি বিল পাস করুক যে বিলের মাধ্যমে সবাই একত্রিত হয়ে দোষীরা যেন সাত দিনের মধ্যে সাজা পায় ।
অপরদিকে প্রতিটি হসপিটালে রাত্রি নটা দশটার পর অবাধে যাতায়াত বন্ধ করা প্রয়োজন। যেমন খুশি যে খুশি প্রবেশ করতে না পারে এই জায়গাটা দেখার প্রয়োজন। তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্য পুলিশ পুলিশ আসামিকে গ্রেফতার করে। তবে তিনি জানান সিসিটিভি থাকার কারণে আসামিকে ধরতে সহজ হয়েছে।
তবে যতদ্রুত সম্ভব আসামি সাজা পাক এমনটাই দাবি করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ও সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বিধায়ক শওকাত মোল্লা পান্নালাল হালদার শঙ্কর হালদার ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি সহ-সভাপতি সীমন্ত মালি পক্তের কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদের জাঙ্গীর খান অশোক দেব বিধায়ক সহ পুলিশ আধিকারিকরা।

## আমায় ফাঁসি দিন, গ্রেফতারের পর মন্তব্য সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয়ের

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

**আপনজন:** আমাকে ফাঁসি দিয়ে দিন। আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় এই কথা বলেন। এদিকে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে রাতের খাবার খাওয়ার ৩ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। খুব বেশি হলে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে। সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার দিন রাতে বারোটার সময় মৃত পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসক রাতের খাবার খেয়েছিলেন। সেই সময় চারজন জুনিয়র ডাক্তার ছিলেন। জোমাটো থেকে খাবার অর্ডার করেছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে ভোর রাত তিনটের সময় ঘুমোতে গিয়েছিলেন ওই ছাত্রী। ঘুমানোর সময় সে লাল রঙের ব্ল্যাংকেট গায়ে দিয়েছিলেন। যা কিছু ঘটার ভোর রাত তিনটের পর ঘটেছে। কে তাকে ডেকে ঘুম থেকে ওই সেমিনার হলে নিয়ে গেল তা জানতে পাঁচটি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যে বাকি তিন থেকে চারজন ছিলেন তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ভোর চারটে থেকে পরবর্তী পয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ফুটেজ বারবার খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভির ভোটে যে দেখা গেছে ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় যাবার সময় তার ব্লুটুথ হেডফোন ছিল। কিন্তু সে যখন ওই বিল্ডিং থেকে ফিরে আসছে তখন তা ছিল না।
ময়নাতদন্তে রিপোর্টে আরো জানা গেছে ওই ছাত্রীর মৃত্যুর পরেও তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এদিকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল শনিবার দুপুরে লাল বাজারে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন গ্রেপ্তার হওয়া সঞ্জয় রায় এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছেন বলে পুলিশ মনে করছে। এটি এমন একটি ঘৃণ্য অপরাধ যাতে অপরাধীরা কঠিন শাস্তি পায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে কলকাতা পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে এখনই সবকিছু বলা সম্ভব নয় তবে সময় যত এভাবে আরও তথ্য সামনে আসবে বলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার দাবি করেন। পুলিশ কমিশনার জানান, শুক্রবার আরজিকর হাসপাতাল থেকে ঘটনাটি জানানো মাত্র স্থানীয় থানা ঘটনাস্থলে যায় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলিকে অতি দ্রুত ডেকে নিয়ে এসে তদন্ত শুরু করা হয়।

## এবার খড়গপুর থেকে মুর্শিদাবাদের মোড়গ্রাম জাতীয় সড়ক হচ্ছে

সাবের আলি ● বড়ঞা

**আপনজন:** নতুন চার লেন রাস্তা সম্প্রসারণ নতুন করিডরের জন্য বরাদ্দ হলো ১০,২৪৭ কোটি টাকা। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে জানা যাচ্ছে, জমি অধিগ্রহণের ১০০% কাজ কমপ্লিট হলেই কাজ শুরু হবে। এই সড়ক পথ কলকাতা থেকে খড়গপুর আরামবাগ বর্ধমান মুর্শিদাবাদ জেলাকে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধা হবে।। এই সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ২৪২ কিমি, এই সড়ক পথ ১৩০ কিমি গতিতে যানবাহন চলা যাবে সেরকম ভাবে নির্মাণ হবে। লেন সড়ক পথ জন্য বরাদ্দ ১০,২৪৭কোটি টাকা।
বোম্বাই রোড খড়গপুর থেকে মুর্শিদাবাদের মোরগ্রাম গ্রীন ফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে। NH-116A চার লেন রাস্তা সম্প্রসারণ এর কাজ কবে শুরু হবে? কোন রুট দিয়ে যাবে? এটা কি স্টেট হাইয়াই ধরে যাবে? বাদশাহী রোড দিয়ে যাবে? তা নিয়ে অনেকেই জানতে চাইছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নতুন করিডরের জন্য ১০,২৪৭ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। ২৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই চার লেন সড়ক পথ হবে ১২০ কিঃমিঃ গতি সম্পন্ন রোড। এই রোডের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ার কাজ কিন্তু অনেক আগেই শুরু হয়েছে। মেদিনীপুর বর্ধমান সাইডে জমি মাপ করা এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য সমস্ত নথিপত্র নেওয়া হয়েছে। টাকা অনেকেই চাষী হয়তো পেয়েছে, মুর্শিদাবাদ জেলার দিকেও কিন্তু জমি অধিগ্রহণের কাজ অনেক আগেই শুরু হয়েছে। কোন রুট দিয়ে যাবে এটি জানা গেছে, খড়গপুরের বম্বে রোড থেকে শুরু করে, আরামবাগ বর্ধমান দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে পার করে, মুর্শিদাবাদ বদ্যনাথপুর, করণা, চৌকি, বদুয়া, ফরিদপুর কাপাসডাঙ্গা, খড়গ্রাম, শেরপুর, পাঁচ গ্রাম, একটু সাইডে কিছুটা নলহাটি ব্লক এবং কিছুটা সাগরদিঘী ব্লক হয়ে মোরগ্রাম NH12 সঙ্গে লিংক হবে। এটি উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা কে উন্নত করবে। এটি সম্পূর্ণ নতুন রোড হবে ফাঁকা মাঠ এবং জমির মধ্যে দিয়ে যাবে চার লেন, এবং জমি মাপের ক্ষেত্রে সেটাই দেখা গেছে। এবং এটাও জানা গেছে যে কোন ট্রাফিক থাকবেনা। এ রোড নেশনাল হাইবে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ভারতমালা প্রকল্পের অন্তর্গত। ২০২৮ চালের মধ্যে কমপ্লিট করার টার্গেট নিয়েছে। ফর লেন রোড টিতে খুব দ্রুত উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ কম সময়ের মধ্যে যাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনেক মানুষ উপকৃত হবে হবে বলে জানিয়েছেন।

## গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

**আপনজন:** ভরা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর। শনিবার দুপুরে ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ছড়ায় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার লোহরপুর গঙ্গা ঘাটে। তলিয়ে যাওয়া ওই কিশোরের নাম এজাজ শেখ। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জের সাহেবনগর গ্রামে। ওই কিশোরের গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার পরেই কার্যত গঙ্গার ধারে ভিড় জমান অনেক মানুষ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় ডুবুরি টিমকে। ভরা গঙ্গায় কিশোরের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এদিকে গঙ্গার জলস্তর বাড়ার সময়েই এভাবে গঙ্গায় স্নাণ করতে গিয়ে ডুবে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়াচ্ছে এলাকাজুড়ে।

## পাকদহে বৃক্ষরোপণে উপপ্রধান হাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

**আপনজন:** একটি গাছ একটি প্রাণ। গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। এই স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিল সহকারে কয়েকশো গাছের চারা রোপণ করা হল শনিবার। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসনের আমিনপুর বাজার থেকে পাকদহ রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার ধারে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হয়। পাকদহ নজরুল সংঘের উদ্যোগে এই গাছ লাগান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল নেতা তথা শাসনের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ও পাকদহ নজরুল সংঘের সম্পাদক আব্দুল হাই। পাশাপাশি বিদ্রোহী সংঘ ও আমিনপুর নবউদয় সংঘের উদ্যোগেও এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন হয়।
আগামীদিনে শাসন এলাকার বিভিন্ন এলাকা সহ গোটা হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

## আরজি কর কান্ডে প্রতিবাদ হাওড়াতেও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় এবার পথে হাওড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীরা। আজ শনিবার সকালে পোস্টার, ব্যানার হাতে মিছিল করেন তাঁরা। হাসপাতালে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তা এবং আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রীর খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সাময়িক কর্মবিরতিতে নামেন চিকিৎসকরা। তবে রোগীদের যাতে না কোনও সমস্যা হয় সেটাও দেখা হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা চালু রেখে। সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সি পরিষেবা চালু রেখেই এদিন এই কর্মবিরতি চলছে। তবে, আউটডোর পরিষেবা সাময়িক ব্যাহত হয়েছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### মথুরাপুর হাসপাতালে পানীয় জলের সমস্যা চরমে

হাসান লস্কর ● মথুরাপুর

**আপনজন:** দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকে একমাত্র ভরসা মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতাল। আর ব্লক হাসপাতালে দেখা গেল পানীয় জলের সমস্যা। মূলত হসপিটাল ছেড়ে ২০০ মিটার দূরে টিউবওয়েল আছে। টিউবয়েলের চারপাশে গাছ গাছালি ভর্তি থাকায় বিভিন্ন কীট পতঙ্গের ভয়ের মধ্যে দিয়ে পানীয় জল আনছে রোগীর পরিবারের লোকজন। পানীয় জলের সমস্যার ও কথা এলাকার মানুষ বিএ ও এইচ কে জানিয়ে কোন সুরাহা মেলেনি এলাকার মানুষ এমনটা অভিযোগ করছে। স্থানীয় নমিতা তাঁতী অসীম গায়েন সমস্যার এই কথা জানালে খুব দ্রুত সঙ্গে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান যাতে হয় তার সুরাহা ব্যবস্থা করবে। এর পাশাপাশি মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদারের কথায় মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পানীয় জলের সমস্যা নেই হসপিটালে সাব মার্শাল বসবে খুব তাড়াতাড়ি। এবং রোগীর আত্মীয় সজনদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধান হবে। বি এম ও এইচ বেণীমাধব মাঝির কথায় আমরা চেষ্টা করছি বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিকে জানিয়েছি অতি শীঘ্রই সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তার ও চিন্তাভাবনা করছি আমরা।

### বাঁকুড়া মেডিক্যালে কর্মবিরতি জুনিয়র ডাক্তারদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** আর জি করে চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত চেয়ে আজ থেকে কর্মবিরতি শুরু করলেন বাঁকুড়া সম্মিলিনী মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। আজ সকাল থেকে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পরিসেবাকে কর্মবিরতির আওতার বাইরে রেখে আউটডোর ও ইনডোর পরিসেবায় কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁরা। এই কর্মবিরতিতে পিজিটি, ইনটার্ণ ও হাউস স্টাফরা যোগ দিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। গতকাল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের সবকটি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে। আজ সকাল থেকে সেই ক্ষোভেরই বহি:প্রকাশ ঘটে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। ইমার্জেন্সি পরিসেবায় কাজে যোগ দিলেও আউটডোর ও ইনডোর পরিসেবা ক্ষেত্রে এদিন কাজে যোগ না দিয়ে তাঁরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। জানা গেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের ২৪ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি, ২৭০ জন ইনটার্ণ ও ৬০ জন হাউস স্টাফ এই কর্মবিরতিতে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের দাবী অবিলম্বে আর জি করে চিকিৎসক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়ার চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জুনিয়ার চিকিৎসকদের এই কর্মবিরতি জেরে মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিসেবায় তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরী হয়েছে।

## প্রথম নজর

# আমাজনে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল

**আপনজন ডেস্ক:** 'পৃথিবীর ফুসফুস' খ্যাত ব্রাজিলের আমাজন রেইনফরেস্টে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বনটির প্রায় ৭০০ বর্গ কিলোমিটার পুড়ে গেছে। শনিবার (১০ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চল আমাজন রেইনফরেস্টে দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় ব্রাজিলের আমাজনাস রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আপুই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশ।

জানা গেছে, আগুনে বনটির প্রায় ৭০০ বর্গ কিলোমিটার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা গত বছর আগুনে নষ্ট হওয়া বনের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি। প্রতি বছরই দাবানলের কবলে পড়ে ব্রাজিলের আমাজন রেইনফরেস্টটি। তবে এবারের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়েছে এই বনটি। বিশ্লেষকদের মতে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মুখে পড়েছে আমাজন বনের ব্রাজিলের অংশ। দাবানলের আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

# মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর ড্রোন হামলা, বহু হতাহত

**আপনজন ডেস্ক:** মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে অপেক্ষায় থাকা রোহিঙ্গাদের ওপর গত সোমবার ড্রোন হামলা হয়েছে। এতে নারী, শিশুসহ অনেক মানুষ নিহত হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন। রয়টার্স শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। চারজন প্রত্যক্ষদর্শী, অ্যাক্টিভিস্ট ও কূটনৈতিক জানান, গত সোমবার এই ড্রোন হামলা চালানো হয়। সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা রোহিঙ্গাদের ওপর এ হামলা করা হয়। তারা হামলার পর লাশের স্তূপে স্বজনদের খোঁজ করার বর্ণনা দিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে এক অন্তঃসত্ত্বা নারী ও তার দুই বছর বয়সী মেয়ে ছিল।

এই হামলার জন্য আরাকান আর্মি (এএ) দায়ী বলে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী গত শুক্রবার জানিয়েছেন। তবে গোষ্ঠীটি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এএ ও মায়ানমারের সেনাবাহিনী পরস্পরকে দোষারোপ করছে। তবে হামলায় কতজন মারা গেছে অথবা হামলার জন্য কে দায়ী, তা যাচাই করতে পারেনি বার্তা সংস্থা রয়টার্স। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে কাদামাটিতে বেশ কিছু লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে। বেঁচে যাওয়া তিন প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, দুই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী অন্তত ৭০টি লাশ দেখার দাবি করেন। ভিডিওতে দেখানো হামলাস্থলটি উপকূলীয় শহর মংডুর কাছে বলে নিশ্চিত করেছে রয়টার্স। তবে ভিডিওগুলো কবে ধারণ করা, তা নিশ্চিত করা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ ইলিয়াস (৩৫) বলেন, হামলায় তার গর্ভবতী স্ত্রী ও দুই বছরের মেয়ে আহত হয়েছিল। পরে তাদের মৃত্যু হয়। ড্রোন হামলার সময় তিনি পরিবারের সঙ্গে উপকূলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজেকে রক্ষা করতে মাটিয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। তিনি উঠে দেখেন, তার স্ত্রী-সন্তান আহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আত্মীয় মারা গেছে। এদিকে দুই প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে একই দিনে মায়ানমার থেকে পালানোর সময় নাফ নদে ডুবে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা মারা যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। ডক্টর উইদাউট বর্ডার জানিয়েছে, মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা ৩৯ জনকে তারা চিকিৎসা দিয়েছে। অনেকের গায়ে কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলির আঘাত ছিল। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) এক মুখপাত্র বলেন, বঙ্গোপসাগরে নৌকা ডুবে শরণার্থীদের মৃত্যু এবং মংডুতে বেসামরিক লোকজনের মৃত্যুর বিষয়ে তারা অবগত। তবে তারা হতাহতের সংখ্যা বা সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত নন।

# গাজায় স্কুলে নামাজরতদের উপর ইসরায়েলি হামলার নিন্দা মুসলিম বিশ্বের

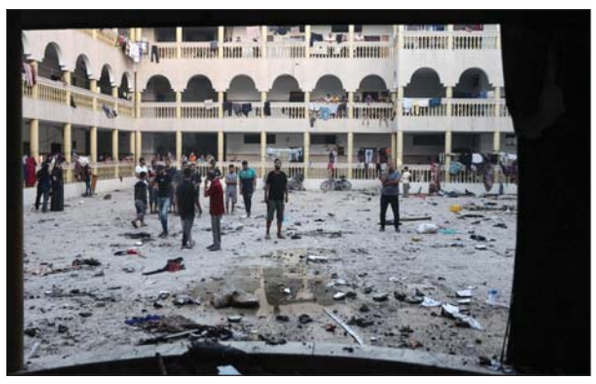

**আপনজন ডেস্ক:** গাজা সিটিতে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা আশ্রয় নেওয়া একটি স্কুলে ইসরায়েলের বোমা হামলার নিন্দা জানিয়েছে মুসলিমবিশ্ব। আল-দারাজ এলাকায় আল-তাবাঈন স্কুলে ফজরের নামাজ পালনরত ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে এ হামলা হয়। এতে প্রায় ১০০ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ হামলার নিন্দা করেছে এবং চলমান যুদ্ধ শেষ করার জন্য তেল আবিবের বিরুদ্ধে 'বাস্তবিক উদ্দেশ্যের অভাব' বলে অভিযোগ করেছে। হামলাটি 'আন্তর্জাতিক ও মানবিক আইনের নির্লজ্জ অবহেলা' উল্লেখ করে মন্ত্রক আরো বলেছে, 'যখনই যুদ্ধবিরতির আলোচনার প্রচেষ্টা দৃঢ় হয় তখনই ক্রমাগত বড় আকারের হামলা ও বেসামরিক হতাহতের উচ্চ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।' সেই সঙ্গে গাজায় মানবিক সাহায্য পৌঁছানো নিশ্চিত করতে এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির দিকে কাজ করতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে মিসর। অন্যদিকে জর্দানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সুফিয়ান কুদাহও ইসরায়েলের ক্রমাগত 'আন্তর্জাতিক আইন ও মানবিক নিয়ম লঙ্ঘনের' জন্য তার দেশের নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এসব হামলা এমন সময় আসে যখন মধ্যস্থতাকারীরা জিম্মি বিনিময় চুক্তির জন্য আলোচনা ফের শুরু করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যা স্থায়ী যুদ্ধবিরতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার ও দুর্বল করার জন্য ইসরায়েলি সরকারের অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দেয় হামলাগুলো। মুখপাত্র ইসরায়েলের 'আন্তর্জাতিক আইনের চলমান লঙ্ঘন' বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'যারা নৃশংসতার জন্য দায়ী তাদের জবাবদিহি করতে হবে।' সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আল-তাবাঈন স্কুলে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর হামলার নিন্দা করেছে। এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় 'গাজা উপত্যকায় গণহত্যা বন্ধ করার জরুরি প্রয়োজনের' ওপর জোর দিয়েছে এবং 'ইসরায়েলকে তার অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তার' নিন্দা করেছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ স্কুলে ইসরায়েলি বোমা হামলাকে 'প্রকাশ্য আগ্রাসন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আবারও আমাদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করছি, ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা ও ফিলিস্তিনে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য ইসরায়েলি নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা বাহিনীকে বিচারের আওতায় আনা হোক।' ইরাকও ইসরায়েলি হামলার নিন্দা করেছে। ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বেসামরিক নাগরিকদের ওপর চলমান এই হামলাগুলো আন্তর্জাতিক নীতি ও চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এগুলো গাজায় যুদ্ধবিরতি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার প্রতি ইসরায়েলের উপেক্ষাও প্রদর্শন করে।' মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বের প্রতি 'ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে দৃঢ় অবস্থান নিতে' আহ্বান জানিয়েছে।

আল-তাবাঈন স্কুলে বোমা হামলার ফলে গত সপ্তাহে গাজা সিটিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে মোট স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়। বৃহস্পতিবার মিসর, যুক্তরাষ্ট্র, কাতারসহ মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে শত্রুতা বন্ধে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তির আবেদন সত্ত্বেও ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় তার মারাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের আন্ত সীমান্ত হামলার পর গত অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৩৯ হাজার ৮০০ মানুষ নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। রায়ে অবিলম্বে দক্ষিণের শহর রাফাতে সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে ৬ মে আক্রমণের আগে ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিল।

# কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দিকে দলবদ্ধ ধর্ষণ ইসরায়েলি বাহিনীর

**আপনজন ডেস্ক:** কারাগারের ভিতরে ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর ইসরায়েলি সেনাদের নির্যাতন চালানোর অভিযোগ বেশ পুরোনো। তবে এবার ইসরায়েলের কারাগারে এক ফিলিস্তিনি পুরুষ বন্দিকে ধর্ষণের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। ইসরায়েলের একটি টিভি চ্যানেলে সিসিটিভি থেকে পাওয়া ওই ফুটেজ প্রচারিত হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, এসডিই তেমান ঘাঁটির কারাগার চত্বরের একটি কোনায় নিয়ে গিয়ে বন্দিকে ধর্ষণ করছে একদল সেনা। ধর্ষকদের শিল্ড বা বর্ম দিয়ে আড়াল করে রেখেছে অন্য সেনারা। গত মাসের শেষের দিকে এরকমই একটি ধর্ষণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছিল ইসরায়েলি বাহিনী। তার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ৯ সেনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করা হয়েছিল। এ ঘটনায় কিছু অতি-কট্টরপন্থি ইসরায়েলি সংগঠন বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। এই সংগঠনগুলোর কয়েকটি আবার সরকার-ঘনিষ্ঠ। অভিযুক্ত সেনাদের মধ্যে তিন জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা ভিডিওটি দেখেছি। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে জানি। ভয়ানক ঘটনা। বন্দিদেরও মানবাধিকার রয়েছে। তা খর্ব করা যায় না। সেনারা যদি এ ধরনের কাজ করে, তা হলে ইসরায়েল সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তদন্ত করে দেখা উচিত কারা এই কাজ করেছে। দোষীদের শাস্তি দেওয়া উচিত।'

# ব্রাজিলে ৬২ আরোহী নিয়ে বিমান বিধ্বস্ত, সবাই নিহত

**আপনজন ডেস্ক:** ব্রাজিলের সাও পাওলো অঙ্গরাজ্যে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানটিতে ৫৮ জন যাত্রী ছাড়াও ৪ জন ক্রু ছিলেন। বিমানটিতে থাকা সবাই নিহত হয়েছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় টিভি টিভি চ্যানেল গ্লোবো নিউজ জানিয়েছে, শুক্রবার এয়ারলাইন ভোপাস লিনহাস এরিয়াস দ্বারা পরিচালিত একটি বিমান পারানা রাজ্যের ক্যাসকাভেল থেকে সাও পাওলোর গুয়ারুলহোস যাওয়ার পথে বিধ্বস্ত হয়েছে। সাও পাওলোর রাজ্য ফায়ার ব্রিগেড সোশ্যাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেছে যে একটি বিমান ভিনহেদাওতে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং এটি সাতটি দলকে ক্র্যাশ এলাকায় পাঠিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা গেছে, একটি বিমান উল্লম্বভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। আর এটি নিচে নামতে নামতে সর্পিল আকারে পাক খাচ্ছিল। ভয়েপাস এয়ারলাইনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কিংবা বিমানটিতে থাকা লোকদের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে সেই সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানটি একটি আবাসিক ভবনের ওপর গিয়ে পড়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং স্থানীয় হাসপাতালগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা দুর্ঘটনার শিকারদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

# লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় হামাসের আরেক জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত

**আপনজন ডেস্ক:** দক্ষিণ লেবাননের সিডন শহরের কাছে একটি গাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের একজন শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছে। শুক্রবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় এই হামলা হয়। হামাসের সূত্র এবং দুটি নিরাপত্তা সূত্র ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে।

জানা গেছে, নিহত ওই কমান্ডারের নাম সামের আল হাজ। লেবাননের বন্দরশহর সিডন থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি আইন আল হিলওয়েহ নামের একটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরের কাছে নিহত হয়েছেন তিনি। হামলায় তার দেহরক্ষীও গুরুতর আহত হয়েছেন।

হামাসে সূত্র জানিয়েছে, নিহত সামের আল হাজ ওই শরণার্থী শিবিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতাদের একটি অংশ কাতার ও লেবাননে বসবাস করেন।

লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ হামাসের মিত্র।

গত ১০ মাস ধরে ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাশাপাশি লেবাননের শিয়া গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে আসছে। এসব গোষ্ঠী ইসরায়েলি ভূখণ্ডে রকেট, ড্রোন ও কামান হামলা চালিয়েছে। যদিও বেশিরভাগ হামলা ও পাল্টা হামলা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ইসরায়েলি হামলাগুলো লেবাননের কিছুটা গভীরেও হয়েছে।

জানুয়ারিতে বৈরুতের উপকণ্ঠে একটি ইসরায়েলি হামলায় হামাসের উপপ্রধান সালেহ আরৌরি নিহত হন। গত সপ্তাহে একই এলাকায় একটি হামলায় হিজবুল্লাহর শীর্ষ সামরিক কমান্ডার ফুয়াদ শুকুর নিহত হন।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# রাশিয়াকে শতাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দেবে ইরান

**আপনজন ডেস্ক:** ইরানের স্বল্প পাল্লার ফাত-৩৬০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের জন্য রুশ সামরিক বাহিনীর কয়েক ডজন কর্মী ইরানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ইউরোপের দুটি গোয়েন্দা সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে। তারা আরো জানিয়েছে, রাশিয়ায় শতাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা করছে দেশটি। এছাড়াও স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র সরবরাহ করে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের ওপর হামলা চালানোতে সহযোগিতা করবে ইরান, এমনটি দাবি করেছে ইউরোপ ভিত্তিক গোয়েন্দা সংস্থা। ইউরোপের ওই দুই গোয়েন্দা সূত্র আরো জানিয়েছে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধিরা গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর ইরানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফাত-৩৬০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ইরানের সরকারি মালিকানাধীন এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিস অর্গানাইজেশন (এআইও) তৈরিকৃত আবাবিল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক গোপনীয় গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফাত-৩৬০ ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার প্রশিক্ষণের জন্য রুশ কর্মকর্তারা ইরানে রয়েছেন। স্বল্প পাল্লার এসব ক্ষেপণাস্ত্র ১২০ কিলোমিটারের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এবং এক একটির ওজন ১৫০ কেজি। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হলেই এসব ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়াকে সরবরাহ করবে ইরান। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মস্কোর নিজস্ব ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা রয়েছে। তারপরও তারা ইরানের ফাত-৩৬০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আরো শক্তভাবে লড়াই করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র, ন্যাটো এবং জি-৭ জানিয়েছে, ইরান যদি এই ধরনের হস্তান্তর নিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে তারা দ্রুত ও কঠোর প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্রের মতে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনের যুদ্ধ ইরানের সমর্থনে একটি নাটকীয় বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করবে। ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের শুরু থেকে হোয়াইট হাউস রাশিয়া ও ইরানের মধ্যে গভীরতর নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছে। এ ব্যাপারে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৭ মি.

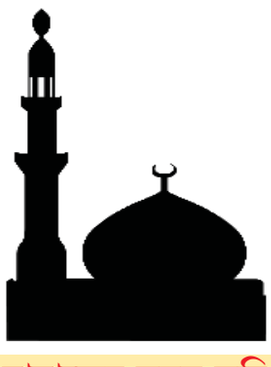

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.৪৬ | ৫.১১ |
| যোহর | ১১.৪৭ | |
| আসর | ৪.১৭ | |
| মাগরিব | ৬.১৭ | |
| এশা | ৭.৩৩ | |
| তাহাজ্জুদ | ১১.০২ | |

# এক দিনে ২৯ জনের ফাঁসি কার্যকর করলো ইরান

**আপনজন ডেস্ক:** মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ ইরানে ১ দিনে ২৯ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। গত বুধবার (৭ আগস্ট) তাদের এই ফাঁসি কার্যকর করা হয়। দেশটির অধিকারকর্মীরা জানিয়েছেন, এর মধ্যে একটি কারাগারেই ২৬ জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এমন সময়ে এই ঘটনা ঘটল, যখন ২০২২ সালে বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গত মঙ্গলবার ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।

# পূর্ব ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত ১০

**আপনজন ডেস্ক:** পূর্ব ইউক্রেনের কস্টিয়ান্তিনিভকা শহরের একটি সুপারমার্কেটে রুশ হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩৫ জন। শুক্রবার (৯ আগস্ট) এই হামলা হয়েছে। ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগো ক্লিমেঙ্কো হতাহতের তথ্য জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম এএফপি জানিয়েছে, রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দোনেৎস্ক অঞ্চলের ইউক্রেনীয় শহর কোস্তিয়ানতিনিভকার একটি সুপার মার্কেটে আঘাত হানে। ওই হামলার কারণে আগুন ধরে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কর্মকর্তাদের পোস্ট করা ছবি ও ভিডিওতে ধ্বংস হওয়া ভবন থেকে ভারী কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক্স পোস্টে বলেছেন, রাশিয়ান সন্ত্রাসীরা একটি সাধারণ সুপারমার্কেট এবং একটি পোস্ট অফিসে আঘাত করেছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে লোকজন আটকে রয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেনা পাঠালে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হয়। আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে এই যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে পুরো পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনের পক্ষ নেয়ায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একাই লড়াই করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়েছে রুশ সেনারা। এখন এসব অঞ্চল কিয়েভ মস্কোকে দিয়ে দিলে যুদ্ধে ইতি টানার কথা জানিয়েছেন পুতিন।

# ইসরায়েলকে 'কঠিন শাস্তি' দেবে ইরান: আইআরজিসি

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলকে 'কঠিন শাস্তি' দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ওই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে দেশটির ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। শুক্রবার আইআরজিসির ডেপুটি কমান্ডার আলি ফাদাভি এ কথা জানান। ফাদাভি বলেন, ইসমাইল হানিয়ার রক্তের প্রতিশোধ ও ইসরায়েলকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশ স্পষ্ট। এসব নির্দেশ যতটা সম্ভব ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এদিকে ইসরায়েলে ইরানের সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি বলেন, ইসরায়েলকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সম্পদ দিয়ে রক্ষা করতে আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত। এই ধরনের কোনো হুমকি আসলে সেটাকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নেই। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিমানসহ অতিরিক্ত সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। তবে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা কমাতে আহ্বান অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো। গত বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধবিরতির আলোচনা আবার শুরু করতে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসর।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১৭ সংখ্যা, ২৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ৫ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

## যুদ্ধাবস্থা উত্তরণ

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসিয়া পড়িল, তখন কমিউনিজমের পতনে আত্মতুষ্টির ঢেকুর তুলিয়াছিল অনেকে। ইহাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের 'অবিস্মরণীয় ও চূড়ান্ত বিজয়' বলিয়া অবিহিত করিয়াছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ন্যায় অনেক প্রথিতযশা রাজনীতি বিশ্লেষক। 'দ্য এন্ড অব হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান' নামক বই লিখিয়া চারিদিকে রীতিমতো হইচই ফেলিয়া দিয়েছিলেন পণ্ডিত ফুকুয়ামা। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যুক্তিবিদ্যার ব্যাসিক ফর্মুলা পর্যন্ত পাত্তা পায় নাই তত্কালীন বিশ্বনেতা ও বিশ্বপণ্ডিতদের নিকট! আগুন নিভানোর পরও যদি ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়, তাহার সহজ অর্থ–সেইখানে আগুন আছে কিংবা ধোঁয়া হইতে অকস্মাত্ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটিতে পারে। জানিয়া-বুঝিয়া হউক কিংবা অজ্ঞানতাবশত–যুক্তিশাস্ত্রের এই সহজপাঠ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে সোভিয়েত জমানা-পরবর্তী বিশ্বে। কারণ, এই মহাসাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু যুদ্ধের আগুন তখনো নিভে নাই। স্নায়ুযুদ্ধের যুগে কিংবা ইহার পরবর্তী সময়ে কেউ ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করিতে পারে নাই যে, যুদ্ধের ছাই হইতে নূতন করিয়া অগ্নস্ফুলিঙ্গ ছড়াইবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে! বিভিন্ন পক্ষ ইহা বেশ ভালোমতোই বুঝিতে পারিল, যখন এক রক্তাক্ত যুদ্ধে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যবস্থা উলটপালট হওয়ার উপক্রম হইল। রণধ্বনি তো বাজিলই এবং তাহা বাজিল খোদ সুরক্ষিত ইউরোপের মাটিতেই। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির এক প্রভাতে শুরু হওয়া সেই 'ইউক্রেন যুদ্ধ' এখনো থামে নাই। বিশ্বব্যবস্থাকে কার্যত পঙ্গু করিয়া দিয়াছে এই মহাসংঘাত। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর অনেকের ধারণা ছিল, ইউরোপে হয়তো আর কোনো যুদ্ধের ঘটনা ঘটিবে না। বিশ্ব জুড়িয়া উদার গণতন্ত্র এবং মুক্ত ও উদার অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু এই হিসাব কতটা নির্ভুল ছিল, তাহা আজ কোটি টাকার প্রশ্ন। ইহার চাইতেও বড় প্রশ্ন, বিশ্বে এখন যেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য, তাহাই-বা কত কাল বজায় থাকিবে? এই ধরনের নানা প্রশ্ন বর্তমানে সামনে আসিতেছে প্রসঙ্গতই। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেইরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে, নূতন নূতন সংঘাত-সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিতেছে, তাহাতে কখন কোন দেশ উত্তাল হইয়া উঠে, কাহার সহিত কাহার বাহাস এবং তাহা হইতে যুদ্ধ লাগিয়া যায়, তাহার হদিস রাখাই দুষ্কর! অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান, একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধ যেন খুবই স্বাভাবিক বিষয়! অথচ যুদ্ধের কারণে যে বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা আরো প্রকট ও প্রলম্বিত হইতেছে। যুদ্ধ না করিয়াও যুদ্ধের অভিঘাতে দগ্ধ উন্নয়নশীল বিশ্বের অবস্থাই-বা কোন পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইবে? আবার এহেন অবস্থার উত্তরণ কীভাবে ঘটিবে, তাহার সন্ধানও মিলিতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধ কাঁধে লইয়া বিশ্ব যখন সংকটের সাঁকো পার হইতেছে, সেই সময়ে নূতন করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল মধ্যপ্রাচ্য। রাজনৈতিক ছকে পড়িয়া এই অঞ্চল এমনভাবে দুলিতেছে যে, না জানি–কতগুলি দেশ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া শেষ হয়! এই বত্সর এমনিতেই বিশ্বব্যাপী নির্বাচনের বত্সর। কতিপয় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইতিমধ্যে। অনেক দেশে নির্বাচন আসিতেছে। বত্সরের শেষে ভোট হইবে যুক্তরাষ্ট্রে–বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে দৃষ্টি রাখিতেছে মার্কিন মুলুকের উপর। সেইখানকার অবস্থাও কি ভালো? বাকি উন্নত রাষ্ট্রগুলির অবস্থাই-বা কী? সেই সকল দেশও কি রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল? উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লক্ষ করা যাইতেছে চরম রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি এবং ইহার ফলে ঐ সকল দেশের জনগণ ক্রমাগত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মহাসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাক্যই বলা যায়–লক্ষণ খুব সুবিধার নহে। বস্তুত, সমগ্র বিশ্বের সামনে যেন কোনোই সুসংবাদ নাই, আছে কেবল 'টেনশন'! বিশ্বনেতৃত্ব না দেখাইতে পারিতেছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, না বসিতেছে সমঝোতার টেবিলে। নিজেদের কথা তো বটেই, ভুক্তভোগী উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষের কথা ভাবিয়া হইলেও তাহাদের শান্তির পথে আসা উচিত। প্রকৃতি সহিবে না যুদ্ধের এই নিষ্ঠুর খেলা!

# শেখ হাসিনার বিদায় দক্ষিণ এশিয়ার জন্য এক বড় শিক্ষা

বাংলাদেশের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের পিতা এবং দেশটির প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে–এই ছবি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই সপ্তাহে ঢাকার সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণের ছবি ছিল এগুলোই। এই ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলার তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে, দেশটি কেন ও কীভাবে আজকে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। লিখেছেন **সলিল ত্রিপাঠী**।

বাংলাদেশের সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের পিতা এবং দেশটির প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে–এই ছবি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।
এই সপ্তাহে ঢাকার সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণের ছবি ছিল এগুলোই। এই ভাস্কর্যগুলো ভেঙে ফেলার তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে, দেশটি কেন ও কীভাবে আজকে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।
একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। সেই স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল। সে সময় তাঁকে বেশ কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, যা পশ্চিমা সরকারগুলো পছন্দ করেনি।
এ অবস্থার মধ্যে ১৯৭৪ সাল নাগাদ তাঁর জনপ্রিয়তা সাংঘাতিকভাবে কমতে থাকে। বিশেষ করে খরার পর দুর্ভিক্ষের মতো একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল।
ওই সময়টায় শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত মিলিশিয়া (রক্ষী বাহিনী) সবখানে ভীতি সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৫ সালে তিনি সব বিরোধী দলকে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশকে একটি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এর কয়েক মাস পর আগস্ট মাসে ঢাকায় নিজের বাসভবনে তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ তাঁকে হত্যা করা হয়। ওই সময় শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন রেহানা বিদেশে থাকায় বেঁচে যান।
১৯৭৫ সালের পরবর্তী সরকারগুলো শেখ মুজিবের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করেছে এবং সে সময়কালে তিনি যেন ইতিহাসের পাদটীকা হয়ে ছিলেন।
তবে ১৯৮১ সালে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং সে সময় তাঁকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসেবে দেখা হচ্ছিল। ওই সময় তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
তিনি বেশ নির্ভীকভাবে সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বিশেষ করে আশির দশকের শুরুতে ক্ষমতায় বসা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামনে তিনি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে বসেছিলেন। শেখ হাসিনা তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়াসহ সব বিরোধী নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরশাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন করেন এবং একপর্যায়ে এরশাদের পতন হয়, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে আসে।
যে কোটা বাতিলের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সরকারি চাকরিতে সেই কোটা আওয়ামী লীগ রাখতে চেয়েছিল মূলত তাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য। শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে তাঁদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকার' বলায় এবং তাঁদের ওপর সরকারি দলের লোকজন হামলা করায় কোটা সংস্কার আন্দোলন ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল।
১৯৮৬ সালে আমি একজন তরুণ রিপোর্টার হিসেবে বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম এবং সে সময় হাসিনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর পুরোনো পারিবারিক বাড়িতে নিয়ে গেলেন, যেখানে সিঁড়িটিতে তখনো তাঁর বাবার রক্তের দাগ ছিল। হাসিনা আমাকে সেই বাড়ির চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বাড়িটিকে একটি জাদুঘরে পরিণত করেছিলেন। গত সোমবার উন্মত্ত জনতা সেই বাড়িটি ভাঙচুর করে ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অংশ তারা মুছে দিয়েছে।
শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, ২০০১ সালে হেরে যান এবং ২০০৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে গত সোমবার পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচন করেছেন। এর মধ্যে ২০১৪ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচন বিরোধী দলগুলো বয়কট করেছে। ২০১৮ সালে বিরোধীরা অংশ নিলেও ভোটারদের ভয় দেখানো এবং কারচুপির ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা তাদের প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।
হাসিনা তাঁর ক্ষমতার প্রথম দিককার বছরগুলোয় দরিদ্রদের অবস্থান উন্নত করতে এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সে সময় তৈরি পোশাক রপ্তানি ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সূচকগুলোকে উন্নত করেছে ও দারিদ্র্য হ্রাস করেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে দেশটি 'স্বল্পোন্নত দেশ'-এর মর্যাদা বেরিয়ে আসার পূর্বাভাস রয়েছে। এগুলো বড় অর্জন। তবে হাসিনা তাঁর শাসনকালের শেষ দিকে ভয়ানক কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠেন।
তাঁর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকেন, আমলাতন্ত্রে তিনি এবং পুলিশ বাহিনীর সিনিয়র পদে অনুগতদের নিয়োগ করেছিলেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অদৃশ্য, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করা হয় এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, একটি কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন স্বাধীনতার ওপর উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
যে কোটা বাতিলের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সরকারি চাকরিতে সেই কোটা আওয়ামী লীগ রাখতে চেয়েছিল মূলত তাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য। শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে তাঁদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকার' বলায় এবং তাঁদের ওপর সরকারি দলের লোকজন হামলা করায় কোটা সংস্কার আন্দোলন ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল।
সরকারি দলের লোকজনের হামলার পাশাপাশি পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে ২০০ লোক নিহত হওয়ায় আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। ছাত্ররা এরপর সরকারপ্রধানকে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু সরকার কোনো ধরনের আপসে না গিয়ে আরও কঠোর হয়। এর ফলে আন্দোলন তীব্র সহিংস হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বিজয় মার্চেন্ট বলেছিলেন, 'আপনি কেন দায়িত্ব ছাড়বেন?–লোকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগেই দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়; আপনি কেন দায়িত্ব ছাড়ছেন না?–সেই প্রশ্ন ওঠার পরে নয়।'
তবে রাজনীতিবিদরা, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিকরা তা মানতে নারাজ। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা অজেয়। কেউ তাঁদের ক্ষমতা থেকে নামাতে পারবে না এবং তাঁরা বংশপরম্পরায় ক্ষমতা আগলে থাকতে পারবেন। পাকিস্তানে ভুট্টো পরিবার, নওয়াজ শরিফ পরিবার, ভারতে নেহরু পরিবার, বাংলাদেশে শেখ মুজিব পরিবার এবং জিয়াউর রহমানের পরিবারের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গেছে।
ভোটারদের এই পরিবারতন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং এমন নতুন নেতৃত্বে দেশ চালানোর নিরীক্ষায় নামতে হবে, যাঁদের পূর্বপুরুষদের এ ধরনের দায়িত্বে থাকার অভিজ্ঞতাই ছিল না।
আশার কথা, মানুষ সেই অন্ধ আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

**যে কোটা বাতিলের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, সরকারি চাকরিতে সেই কোটা আওয়ামী লীগ রাখতে চেয়েছিল মূলত তাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য। শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে তাঁদের পরোক্ষভাবে 'রাজাকার' বলায় এবং তাঁদের ওপর সরকারি দলের লোকজন হামলা করায় কোটা সংস্কার আন্দোলন ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে আমি একজন তরুণ রিপোর্টার হিসেবে বাংলাদেশে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম এবং সে সময় হাসিনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে তাঁর পুরোনো পারিবারিক বাড়িতে নিয়ে গেলেন, যেখানে সিঁড়িটিতে তখনো তাঁর বাবার রক্তের দাগ ছিল। হাসিনা আমাকে সেই বাড়ির চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি বাড়িটিকে একটি জাদুঘরে পরিণত করেছিলেন। গত সোমবার উন্মত্ত জনতা সেই বাড়িটি ভাঙচুর করে ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অংশ তারা মুছে দিয়েছে।**

*সলিল ত্রিপাঠী বিশিষ্ট সাংবাদিক ও 'দ্য কর্নেল হু উড নট রিপেন্ট: বাংলাদেশ ওয়ার অ্যান্ড ইটস আনকুয়ায়েট লিগেসি' বইয়ের লেখক*

*সৌজন্যে: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত*

# চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যেও ধর্ষণ-খুনের কালো ছায়া

**জয়দেব বেরা**

চিকিৎসকদের মনে করা হয় স্বয়ং ঈশ্বরের স্বরূপ। আর চিকিৎসা কেন্দ্র হল সেই সমস্ত ঈশ্বরের আশ্রয়স্থল তথা স্বপ্নের জায়গা, আবেগের জায়গা, ভালোবাসার স্থান, কর্তব্য ও শৃঙ্খলা পালনের স্থান। চিকিৎসা কেন্দ্র যদি একটা পুরো শরীর হয় তাহলে চিকিৎসকরা হল সেই শরীরের হৃৎপিণ্ড ও প্রাণবায়ু। তাইতো সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা এখানে নিজেকে পরিবারের থেকেও খুব সুরক্ষিত মনে করেন। যার দরুন, পরিবারের সদস্যরাও নিশ্চিন্তে বাড়িতে থাকেন। এর জন্য মনে করা হয়, চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসা কেন্দ্রের এক নিবিড় প্রাথমিক বন্ধন ও সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যে ঘটনাটি এই বিষয়টিকে মিথ্যে প্রমাণ করেছে তা হল কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা।
খবর সূত্রে জানা যায়, আরজিকর হাসপাতালের একজন তরুণী চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় রাতে ওই হাসপাতালের চতুর্থ তলার একটি সেমিনার হলে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন তিনি পরিবারের থেকেও এখানে বেশি সুরক্ষিত রয়েছেন। তাই তিনি হয়তো কোনো নেতিবাচক চিন্তা কল্পনাই করতে পারেননি। কারণ সে একবুক বিশ্বাস ও ভরসা করতো এই চিকিৎসা কেন্দ্রকে। খবর সূত্রে জানা যায়, ওই দিন ভোরে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। তবে এই মৃত্যু সাধারণ নয়, এই মৃত্যু প্রকৃতির নিয়মেও নয়, এই মৃত্যু বিধাতার নিয়মেরও বাইরে। এই মৃত্যু খুব বেদনাদায়ক, খুব মর্মান্তিক, খুব কষ্টের। খবর সূত্রে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, আরজিকর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে ধর্ষণ এবং খুন এর জন্য। রাত ৩ টে থেকে সকাল ৬ টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। তরুণী

চিকিৎসকের গলার একটি হাড়ও ভেঙে গেছে। তাই প্রাথমিক অনুমান, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই তরুণীকে। শরীরের মোট দশ জায়গায় ক্ষত পাওয়া গিয়েছে। এমনকি যৌনাঙ্গেও রক্ত পাওয়া গিয়েছে বলে খবর সূত্রে জানা যায়। তারপর অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল ওই তরুণীর দেহ। চার তলার ওই সেমিনার হলের কাছে কোনও নিরাপত্তারক্ষীও ছিল না বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকের মৃতের পরিবারের তরফ থেকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।
যদিও ইতিমধ্যে এই বিষয়টিকে নিয়ে তদন্ত চলছে কিন্তু তবুও কিছু প্রশ্ন মনে জাগে, এ কেমন সমাজ? এ কেমন দেশ? এ কেবল বিচিত্র রাজ্য? যেখানে চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যেও স্বয়ং ঈশ্বর তথা চিকিৎসক খুন হয়। যেখানে জীবন প্রদান করা হয়, সেখানেই জীবন নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সত্যি!কী মর্মান্তিক, কী দুঃখময় নরকীয় ঘটনা। প্রমাণ হয়ে গেলো ধর্ষণ কেবল রাস্তায় নয়, শিক্ষা কেন্দ্রে, পরিবারে এমনকি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও হচ্ছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও এই পিশাচ গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সবার অজান্তে। একজন নিষ্পাপ, ঈশ্বর রুপি তরুণী চিকিৎসককে নরপিশাচ গুলো ধর্ষণ করে খুন করে ফেলেছে। ভাবলেই শরীরের লোম গুলো কেঁপে যাচ্ছে, বজ্রের মতো হৃদয়ও কম্পিত হয়ে যাচ্ছে। এও কি সম্ভব? যেখানে এত সুরক্ষা থাকার কথা সেইখানেই কোনো সুরক্ষা নেই, কোনো বিশ্বাস ও ভরসা নেই। নারীরা কী তাহলে ব্যক্তিপরিসরে ও গণপরিসরে সর্বদা এইভাবেই ধর্ষিত হয়ে যাবে? তাহলে কিসের সংবিধান? কিসের নারী অধিকার? কিসের এত নারী আন্দোলন? কিসের স্বাধীনতা? ভাবতেও অবাক লাগে হাসপাতালের মধ্যে কর্মরত অবস্থায় কি করে একটি তরতাজা একটা প্রাণ হারিয়ে যেতে পারে, তাও আবার ধর্ষণের কালো অভিশাপে। ছিঃ!ছিঃ! ধিক্কার জানাই এই সমাজকে, ধিক্কার জানাই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের, ধিক্কার জানাই দেশ তথা রাজ্যের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে, ধিক্কার জানাই ধর্ষক তথা নরপিশাচদের। এই পিশাচ গুলো কেবল যৌনতার নেশায় আসক্ত হয়ে নারীদেরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তাদের রক্ত ও দেহ ভোগ করে থাকে। এদের মৃত্যুদণ্ড চাই। তার পাশাপাশি চাই সঠিক বিচার ও চাই সঠিক ঘটনার তদন্ত।
তরুণী চিকিৎসক এর মৃত্যু যে শিক্ষা দিয়ে গেলো তাহল -
"নরপিশাচ গুলো সাদা বেশে
ঘুরছে সবার আড়ালে;
হে নারী মনে রেখো, ধর্ষণ ও খুন
হয় চিকিৎসা কেন্দ্রের চার
দেওয়ালে!"

## প্রথম নজর

# ডাক্তার খুনের প্রতিবাদ জানাতে বহির্বিভাগে স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** কলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে রামপুরহাট হাসপাতালের বহির্বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।দেখা যায় যে শনিবার হাসপাতালে পোস্টার দিয়ে বলা হয়েছে কোলকাতার আরজিকর হাসপাতালে ডাক্তারের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে। তবে পোস্টার বা নোটিশে কোথাও উল্লেখ নেই কাদের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা বন্ধ পালন করা হচ্ছে।এর ফলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে,দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা পড়েছেন সমস্যায়। উল্লেখ্য আর.জি.কর হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে সমগ্র রাজ্য।খবরে প্রকাশ, হাসপাতালে ঢুকে যুবতী পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবি নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রামপুরহাট হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে ডাক্তারি পড়ুয়া সহ সকল নার্স কর্মীরা।শনিবার সকাল থেকে বিক্ষোভের জেরে হাসপাতালের সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। যারফলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় দূর দূরান্ত থেকে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা। হাসপাতালের চতুর্দিকে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান বন্ধের পোস্টার। মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ পদযাত্রা করে হাসপাতাল চত্বর মুখরিত করে তোলে।এমএস ভিপি ডাঃ পলাশ দাস বলেন-হাসাপাতালের বহির্বিভাগ বন্ধ আছে তা কিন্তু জানা নেই। তবে কিছু জুনিয়র ডাক্তার এসেছিল তাদের বিবেকের কাছে অনুরোধ করেছি যে ইমারজেন্সি পরিষেবা খোলা রাখতে। সিনিয়র ডাক্তার রয়েছে। রোগী আসলে অবশ্যই দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

# ডালখোলার কলেজছাত্র আশফাককে আমন্ত্রণ লাল কেল্লার অনুষ্ঠানে

**মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা**

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা শ্রী অগ্রসন মহাবিদ্যালয়ের নাম এবার সগর্বে উচ্চারিত হতে চলেছে ভারতের রাজধানী দিল্লির লাল কেল্লায়। মহাবিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল ছাত্র সম্প্রতি ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় অনুষ্ঠিত হওয়া বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এ ঘটনায় পুরো মহাবিদ্যালয় এবং জেলার মানুষ গর্বিত ও আনন্দিত। ডালখোলা শ্রী অগ্রসন মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ডক্টর জয়িতা বসু এ প্রসঙ্গে বলেন, “এই সম্মান শুধু আমাদের ছাত্রের নয়, এটি সমগ্র মহাবিদ্যালয়ের গর্বের বিষয়। এটি প্রমাণ করে যে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু পড়াশোনার জন্য নয়, জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ সাফল্য অর্জনের জন্যও পরিচিত হচ্ছে। আমাদের ছাত্রের এই অর্জন মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা।” জাতীয় সেবা প্রকল্প এর প্রোগ্রাম অফিসার দিলীপ হাজরা বলেন, “আমাদের ছাত্র মোহাম্মদ আশফাকের এই অর্জন এনএসএস ইউনিটের কার্যক্রমের একটি স্বীকৃতি। তিনি সর্বদা সমাজের জন্য কাজ করেছেন এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। এই সুযোগ তাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং অন্য ছাত্রদেরও উৎসাহিত করবে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে।” এনএসএস ইউনিটের ভলেন্টিয়ার মোহাম্মদ আশফাক বলেন, “এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করছি। এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি আমাদের পুরো ইউনিটের পরিশ্রমের ফল। লাল কেল্লায় জাতীয় নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে পারা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। আমি মনে করি, এই সুযোগ আমাকে আরও বেশি দায়িত্বশীল ও উৎসাহী করবে জাতীয় উন্নয়নের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতে।”

# সাংবাদিক সংগঠনের সভা

**জে এ সেখ ● বর্ধমান**

আপনজন: বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয় চাঁদ গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। এদিনের সভায় সংগঠনের দুই প্রবীণ সাংবাদিক স্বপন গাঙ্গুলি ও প্রদীপ চন্দের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে সাংবাদিকদের গুণগত মান, পেশাগত সমস্যা, সাংবাদিকতার অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সুভাষ সাঁই, দিলীপ রাউত, পঞ্চানন মুখার্জী, কাশীনাথ গাঙ্গুলি, অপূর্ব দাস , তিমির বরণ বিশ্বাস সহ প্রমুখ। এ দিন নতুন কমিটির সভাপতি হন মাধব ঘোষ এবং যৌথ ভাবে সাধারণ সম্পাদক হন দুরন্ত কুমার নাগ ও কৌশিক চক্রবর্তী।

# শালী নদীতে জলস্তর নামলেও সেতুর মধ্য অংশ ভেঙে পড়তেই বন্ধ হল যাতায়াত

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** শালী নদীতে জলস্তর নামলেও নতুন আপদ, সেতুর মাঝের অংশ ভেঙে পড়তেই বন্ধ হল যাতায়াত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০ টি গ্রাম ।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতেই অন্যান্য নদীর মতোই বাঁকুড়ার শালী নদীতে নেমেছে জলস্তর। কেটেছে বন্যার আশঙ্কা। কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়ছে না সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের। নদীর জল নামতেই এবার ধসে পড়ল আস্ত সেতুর একাংশ।

ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের রামপুর থেকে পিয়ারবেড়া যাওয়ার রাস্তার উপর থাকা শালী নদীর সেতুর। গতকাল সেতুর ওই অংশ ভেঙে পড়তেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সোনামুখী ব্লকের ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০ থেকে ৫০ টি গ্রাম। এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও। লেখাপড়া থেকে স্বাস্থ্য, গৃহস্থের নিত্যদিনের বাজার থেকে শুরু করে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করা সমস্ত ব্যাপারেই সোনামুখী ব্লকের পিয়ারবেড়া, হামিরহাটি ও ধুলাই এই ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ সোনামুখী শহরের উপর নির্ভরশীল।

সোনামুখী শহরের যাতায়াতের পথেই পড়ে শালী নদীর সেতু। পাকা কংক্রিটের সেই সেতু দিয়েই এতদিন স্বচ্ছন্দে চলছিল যাতায়াত। ঘূর্ণাবর্তের প্রবল বৃষ্টিতেও বন্ধ হয়নি যাতায়াত।

তবে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতে না কাটতেই সেতুর হাল বেহাল হতে শুরু করে। গতকাল সেতুর মাঝামাঝি অংশে একাধিক পিলার বসে যাওয়ায় সেতুর একাংশ পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবী দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় মেরামতি না করার ফলেই সেতুটি নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল।

বিধায়ক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে নির্বিচারে অবৈধ ভাবে বালি তোলার ফলেই সেতুর ভিত নড়বড়ে হয়ে ধসে পড়ে। স্থানীয় পিয়ারবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারেরও দাবী সেতুর ভিতের অংশ দিয়ে জল বয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। তাঁর দাবী সেতুর বেহাল দশার কথা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে। সেতুটি ধসে পড়ার জন্য শাসক দলকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন স্থানীয় বিধায়ক। তাঁর দাবী শাসক দলের মদতেই সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে দিনের পর সিন বালি চুরি হওয়ার ফলেই ভিত নড়বড়ে হয়ে সেতুটি ধসে পড়েছে। সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে বালি চুরির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব সেতুটি ধসে পড়ার পিছনে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে।

অন্যদিকে হামিরাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জয় রামপাল তিনি বলেন , বিধায়কের দাবি ভিত্তিহীন । বহু বছর আগে শালী নদী থেকে বালি তোলা বন্ধ হয়ে গেছে । তবে এই সমস্যা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে দ্রুত কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তার সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ।

# মানিকচকে নৌকা পারাপার বন্ধ হওয়ায় আর্থিক অনটনে মাঝিরা

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** নৌকা পারাপার বন্ধ আর্থিক অনটনে মাঝিরা। মালদার মানিকচকে নৌকা পারাপারে মিলছে না অনুমতি কপালে চিন্তার ভাঁজ মাঝিদের।কোন এক অজানা কারণে দীর্ঘদিন ধরেই মানিকচক ঘাট থেকে রাজমহল পর্যন্ত নৌকা পরিষেবা বন্ধ দাবি স্থানীয় মাঝিদের। কারণ জানতে প্রশাসনিক দরবারে বারবার আর্জি দিয়ে মিলছে না কোন সুরাহা। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে কয়েকশো মাঝি। কিভাবে দিন গুজরান হবে কপালে চিন্তার ভাঁজ মাঝিদের।

মালদা জেলার মানিকচক গঙ্গার ঘাট দুই রাজ্যের সন্ধি স্থল। বাংলা ও ঝাড়খন্ড রাজ্যকে জুড়েছে এই গঙ্গা নদী। ফলে দুই রাজ্যের প্রতিদিনের যোগাযোগ মাধ্যম বলতে রয়েছে একটি লঞ্চ পরিষেবা যা নির্ধারিত সময় মত চলে। বাকি যাত্রীরা নৌকা পরিষেবা নিয়ে পারাপার করেন। তবে বর্তমানে মাঝিদের প্রশ্ন কবে মিলবে নৌকা পারাপারের অনুমতি? অন্যদিকে মাঝিদের অভিযোগ নৌকা পরিষেবা বন্ধ থাকার দরুন লঞ্চ পরিষেবায় নির্ধারিত ভাড়ার থেকে অনেক বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের কাছ থেকে। লঞ্চ পরিষেবায় যাত্রীরা কোন কারণে সময় মত লঞ্চ ধরতে না পারলে দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করতে হচ্ছে ফলে যাত্রীদের অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।মাজিদের দাবি শীঘ্রই পূরণ হোক এবং পুনরায় নৌকা পারাপার বহাল করুক প্রশাসন এই আরজি মাঝিদের মুখে এখন শুধু দেখার বিষয় কবে চালু হচ্ছে মানিকচক ঝাড়খন্ড ফেরি ঘাটে নৌকা পারাপার।

# সংখ্যালঘুদের আবাস যোজনার ঘর নিয়ে বিতর্কে নলহাটি ২ নং ব্লক

**মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর**

**আপনজন:** সংখ্যালঘু বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং একাকী মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আবাস যোজনার টাকা পাঠানো হয়েছে। সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকা জুড়ে। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী বীরভূম জেলায় ১ হাজার সাতশো বাড়ি এসেছে। তার মধ্যে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকার জন্য বরাদ্দ হয়েছে দেড়শো টি বাড়ি। প্রত্যেককে সরকারি আবাস তৈরির জন্য রাজ্য সরকার দেবে ১ লক্ষ্য ২০ হাজার টাকা। সেই বাড়ি নেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকা জুড়ে। কারণ ইতিমধ্যে শাসক দল তৃণমূলের যে ১০ জন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্য আছেন তাদের সাতটি করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নাগর চন্দ্র কোনায় যিনি বীরভূম জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তিনি নিয়েছেন ৩০ টি ঘর। একই ভাবে বিরোধী দলের যে আট জন সদস্য আছেন তারা ২ টি করে পেয়েছেন বলে অভিযোগ। বাকিগুলি ব্লক প্রশাসন নিজ দায়িত্বে বন্টন করবেন বলে এক সূত্র মারফত জানা গেছে। পঞ্চায়েত সমিতির শাসক দলের সদস্য এবং বিরোধী দল নেতা কালাম সেখের বিরুদ্ধে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বান্দখালা মোড়ে সভা মঞ্চ করে প্রতিবাদের পথে নেমেছেন কংগ্রেস নেতা তাইজদ্দিন মন্ডল। এ ব্যাপারে তিনি গ্রামের মানুষকে সচেতন করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন শাসক দলের যারা সদস্য তারা প্রকৃত প্রাপকদের ঘরের তালিকা দেননি। যারা আর্থিক ভাবে সবল তাদের নাম পাঠিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। তবে এর প্রতিবাদে সম্ভবত আগামী সপ্তাহের প্রথম দিন তিনি প্রকৃত প্রাপকদের নিয়ে ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনেই নাম পাঠানো হয়েছে। এমন কি যে নাম গুলো পাঠানো হয়েছে তারা প্রকৃত প্রাপক কী না তার সত্যতা যাচাই করে সরকারি ভাবে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে নলহাটি ২ নং ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাসের ফোনে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি ফোন ধরেননি।

# হাইস্কুলে চাকরি সচেতনতা শিবির

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** শনিবার কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উৎকর্ষ বাংলার আয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি জব অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা নোডাল অফিসার শামস তিবরেজ আনসারি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত স্বাগত ভাষণে বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কর্মমূলক হতে যাচ্ছে। প্রথাগত যে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম তা পরিবর্তনের পথে। রাজ্য সরকারকে বিশেষ ধন্যবাদ যে উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে অসংখ্য পড়ুয়া নিজের জীবনের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে। নোডাল অফিসার তিবরেজ আনসারি জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে উৎকর্ষ বাংলা এখন উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তিনশর বেশি ধরণের কাজের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যত বেশি আবেদন আমরা পাব তত বেশি প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে পারব। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সময়সীমা আছে। আমরা চাই, ছেলেমেয়েরা বসে না থেকে, নিজেদের যোগ্যতামান বুঝে ও বাড়িয়ে নিয়ে উপার্জন শুরু করুক। জেলা প্রজেক্ট ম্যানেজার দেবব্রত ভট্টাচার্য জানান, বর্ধমান শহরের পরিসরেই এখন বহু কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। নিজেদের সুবিধামতো যে কোন কেন্দ্রে যুক্ত হতে আমি তোমাদের আহ্বান জানাই। সেমিনারে উপস্থিত ছিলের মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কোয়েস্টকম, এস আর এডুকেশন সেন্টার, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড এবং আরও অন্যান্য সংস্থার কর্ণধার যাঁরা ট্রাক্টর মেকানিক, বস্ত্র উৎপাদন, ডাটা এন্ট্রি অপারেশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

# জয়নগরে বুদ্ধ স্মরণে মিছিল সিপিআইএম ও এসইউসি-র

**চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর**

**আপনজন:** রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণে শনিবার বিকালে জয়নগর মজিলপুর টাউন সিপিআইএম এর উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে শোক মিছিল বের হয়। এই মিছিলে বহু বাম কর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন কালো ব্যাচ পড়ে। অন্যদিকে আর জি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এস ইউ আই সির এর জয়নগর লোকাল কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। যাতে বহু এস ইউ সি আই কর্মী সমর্থক অংশ নেন।

# এক পরিবারের ৩ জনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য বহরমপুরে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর**

**আপনজন:** শনিবার দুপুরে একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বহরমপুরে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার সৈদাবাদ চুরাশিপাড়া এলাকায়। চুরাশিপাড়ার একটি বাড়ি থেকে দম্পতি ও শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার করে বহরমপুর থানার পুলিশ ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দম্পতি পাঁচ বছরে শিশুকন্যা-সহ চুরাশিপাড়ার ওই বাড়িতে ভাড়া থাকত৷ শনিবার দুপুরে ওই বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় সুজয় মণ্ডল (২৮), তাঁর স্ত্রী শোভা মণ্ডল (২৩)ও আরাধ্যা মণ্ডলের (৫) দেহ।ঘটনার খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

খুন না আত্মহত্যা জানার চেষ্টা করছে বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে খুন করেই আত্মঘাতী হয়েছেন সুজয় মণ্ডল। খাগড়া এলাকার সৈদাবাদের কেদার মাহাতো লেনের একটি ঘরের মধ্যে ভাড়া নিয়েই থাকতেন গত চার মাস ধরেই দম্পতি। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালেই শিশু কন্যা আরাধ্যাকে দেখা গিয়েছিল একটি দোকানে। তবে বেশ কিছু দিন ধরেই মানষিক অবসাদে ভুগছিলেন তারা। তবে স্ত্রী শোভা দাস ও কন্যা সন্তান আরাধ্যাকে খুন করেই আত্মহত্যা করেছেন সুজয় মন্ডল নামের ব্যক্তি বলেই জানা গিয়েছে। মৃত মহিলা শোভা দাসের আগেও বিয়ে হয়েছিল। গত দু’বছর আগে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তার প্রথম পক্ষের স্বামীর। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরে চার মাসের মাথায় অন্য যুবককে বিয়ে করে দ্বিতীয় সংসার যাপন করেন। কন্যা সন্তানকে নিয়ে দ্বিতীয় সংসার শুরু করলেও যুবকের সঙ্গে দৈনন্দিন পরিবারের অশান্তি লেগেই থাকত। আর দৈনন্দিন অশান্তির কারণেই স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে খুন করেই নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন শনিবার দুপুরে বলেই অনুমান পুলিশের।

# জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে সংঘর্ষ, জখম পিতা-পুত্র

**আসিফা লস্কর ● মগরাহাট**

**আপনজন:** জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে গুরুতর হয় বাবা ও ছেলে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যাবেলায় জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হোটর রত্না এলাকায় প্রতিবেশী দেওরদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় পাত্র পরিবারের এরপর প্রতিবেশী দেওররা দলবল নিয়ে পাত্র পরিবারের উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় নিমাই পাএ ও নিমাই পাত্রের ছেলে বিশ্বজিৎ পাত্র । পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যাবেলায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী দেওর দের সাথে ঝামেলা শুরু হয় প্রথমে কথা কাটাকাটি থেকে ঝামেলা সূত্রপাত হয় এরপর সেই ঝামেলা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হয়। সেই সময় বাঁশ দিয়ে বাবা ও ছেলের উপর চড়াও হয় প্রতিবেশীরা। এরপর বেধড়ক মারধর করে বাবা ও ছেলেকে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসলে অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে দু’জনকেই ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। যদিও এই ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে মগরাহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আহতদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে মগরাহাট থানার পুলিশ। যদিও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# ডাক্তার খুনের ন্যায় বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

**উম্মার সেখ ● বহরমপুর**

**আপনজন:** মহিলা চিকিৎসকের খুনের বিচার চেয়ে কলকাতা সহ জেলার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকরা বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশিসকাল থেকেই অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে দফায় দফায় মিছিল করছেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাম কংগ্রেস কর্মীরা।জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালো বাম সমর্থক ডিওয়াইএফআই , তাঁদের দাবি নারী নির্যাতন ও খুনের সত্যতা যাচাই করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জানিয়েছেন। শনিবার বিকালে বহরমপুরের গির্জার মোড়ে ডিওয়াইএফআই সমর্থকরা ১৫ মিনিট জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ চালায়। এই অবস্থান বিক্ষোভ ঘিরে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের তৎপরতায় অবস্থান বিক্ষোভ তুলে দেওয়া হয় এবং যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়।

# হাঁসন পঞ্চায়েত সদস্য বাম ছেড়ে তৃণমূলে

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** বীরভূমের রামপুরহাট ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকুমার মুখার্জীর পরিচালনায় হাঁসন ১নং পঞ্চায়েতের সিপিআইএম এর টিকিটে নির্বাচিত সদস্যা আকাশী খাতুন সহ সিপিএম ও কংগ্রেসের ৪২ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যোগদান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাঁসন ১ পঞ্চায়েতের হাঁসন মোড়ে । যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী ,রামপুরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহারা মন্ডল,গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু কুমার দাস, প্রাক্তন প্রধান মোমিন সাহেব সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীগণ।

# গাঁজা পাচারে ধৃত দুই মহিলা সন্ধ্যা ও স্বপ্না

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে গাঁজা পাচারের সময় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় গ্রেপ্তার দুই মহিলা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩৫ কেজি গাঁজা। দুই মহিলার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালককেও। শুক্রবার রাতে ছোটো সুইফ্ট ডিজার গাড়িতে গাঁজা গুলো নিয়ে যাওয়ার সময় ফারাক্কা থানার শঙ্করপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতদের নাম স্বপ্না সরকার (৫৯) এবং স্বপ্না দে (৫৯)। তাদের বাড়ি শিলিগুড়ি। চালকের নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান। শনিবার ধৃতদের আদালতে পাঠায় ফারাক্কা থানার পুলিশ। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বিপ্লবী: ক্ষুদিরাম বসু
- নিবন্ধ: আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
- অণুগল্প: বৃষ্টি নেমেছিল...
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: লজ্জা লাগে




## ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বিপ্লবী

# ক্ষুদিরাম বসু

তারুণ্যেই যে প্রানকে ঝরে যেতে হয়েছিল, সেই তরুণ ক্ষুদিরাম বসু ওরফে দূর্গাদাস সেনের মৃত্যু হলে ও আজো অমর হয়ে আছেন প্রায় প্রতিটি ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে নিজের জীবন প্রদীপ বিলিয়ে দেন লাখো লাখো মানুষের বুকে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান...**

তারুণ্যেই যে প্রানকে ঝরে যেতে হয়েছিল, সেই তরুণ ক্ষুদিরাম বসু ওরফে দূর্গাদাস সেনের মৃত্যু হলে ও আজো অমর হয়ে আছেন প্রায় প্রতিটি ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে নিজের জীবন প্রদীপ বিলিয়ে দেন লাখো লাখো মানুষের বুকে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে। এ যেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুরন্ত পথিক - ‘ মারো ,- বাঁধো , কিন্তু আমাকে বাঁধতে পারবে না/ আমার তো মৃত্যু নাই! আমি আবার আসব! .../ আমার পশ্চাতে ওই যে তরুণ যাত্রীদল, ওদের/ মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব। ...’ ক্ষুদিরাম বসু ব্রিটিশ শাসকদের আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী বিপ্লবী। ভারতের জন্য তাঁর তীব্র দেশপ্রেম ছিল। তাঁর যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশদের নিকট থেকে ভারতের মানুষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার যুদ্ধ।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সী কিংবদন্তি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ সালের ৩ রা ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলা শহরের নিকটবর্তী হাবিবপুর মতান্তরে মোহবনী গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু ছিলেন নাড়াজোলের ( নাদাজাল প্রদেশ শহরের) তহসিলদার।মা ছিলেন লক্ষীপ্রিয় দেবী। তিন কন্যার পর তাঁর মায়ের চতুর্থ সন্তান হলেন ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম বসুর দুই ভাই আগেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তৎকালীন সামাজিক নিয়মানুযায়ী ক্ষুদিরাম বসুকে তাঁর পিতা তার বড়ো বোন অপরুপা দেবীর নিকটে তিন মুঠি খুদের ( শস্যের খুদ) বিনিময়ে বিক্রি করে দেন।তাই ক্রয়রত শিশুটির নাম রাখা হয় ক্ষুদিরাম। প্রসঙ্গত ক্ষুদিরাম বসু মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মা এবং ছয় বছর বয়সে পিতাকে হারিয়েছিলেন। তিনি ডানপিটে ও রোমাঞ্চপ্রিয় হলে ও আসলে ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তবে কিশোরসুলভ সাহস, সত্যেন্দ্রনাথ বোস,গেয়ানানন্দ বোস এবং দেশপ্রেমি কার্যক্রমের

প্রচারাভিযান সর্বোপরি একটি গুপ্তসভার নেতৃত্ব তাকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রভাবিত করেছিল। যখন ক্ষুদিরাম বসু স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশগ্রহণ করেন তথা ফাঁসির সংস্পর্শ লাভ করেন তখন তিনি নিছক একটি শিশু। ফাঁসির সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর সাত মাস এগারো দিন।

মেদিনীপুরে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অভিষেক। তিনি বিপ্লবীদের নবগঠিত আখড়ায় যোগদান করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরের একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হেমচন্দ্র দাসের সহকারী। ১৯০২ এবং ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দ ও ভগ্নিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর ভ্রমণ করেন।

তাঁরা স্বাধীনতার জন্য জনসমক্ষে ধারাবাহিক বক্তব্য রাখেন এবং বিপ্লবী জনগোষ্ঠী গুলির সঙ্গে গোপন অধিবেশন করেন। তখনই কিশোর ক্ষুদিরাম বসু এই সকল বিপ্লবী আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন ও অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন।

বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কর্মতৎপরতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি পনেরো বছর বয়সেই অনুশীলন সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠেন এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী পুস্তিকা বিতরণের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ক্ষুদিরাম বসু ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহন করেন। ১৯০৭ সালে ৬ ডিসেম্বর রেলওয়ে স্টেশনে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড এর উপর তিনি ও প্রফুল্ল চাকী ওরফে দীনেশ চন্দ্র রায় বোমা হামলায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করেন। কিন্তু এই বোমা হামলায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। কিন্তু এই বোমা হামলায় নিহত হন ব্রিটিশ দুই জন নাগরিক। এই দুই ব্যক্তির হত্যা কান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট ভোর ছয়টার সময় মুজফফর পুর জেলে ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারের পূর্বেই আত্মহত্যা করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে নির্দ্বিধায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন মেদিনীপুরের সেই আঠারো বছরের ক্ষুদিরাম বসু। যিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী,যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা করা।

ক্ষুদিরাম বসুর সাহসীকতা ও আত্মত্যাগ ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যোগদানে অনুপ্রাণিত করেছিল। অর্থাৎ দেশকে ব্রিটিশ শাসক - শোষকের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ক্ষুদিরাম বসু যে অমিত সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার গৌরব গাঁথা আজ ও অমলিন রয়েছে।

মৃত্যুভয় কে তুচ্ছ করে দেশমাতার স্বাধীনতার জন্য অন্যায় আর শোষন থেকে মুক্তির জন্য প্রান বিসর্জন করে অমর হয়ে রয়েছেন ক্ষুদিরাম বসু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ তথা ফাঁসির মঞ্চে প্রথম শহীদ কিংবদন্তি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু আজ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় - বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

# আছে দুঃখ আছে মৃত্যু

রমজান আলি

আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক’রে চ’লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।’ -- কল্লোল যুগের ব্যতিক্রমী কবি জীবনানন্দ দাশ আমাদের প্রথম স্পষ্ট করে দিলেন যে মৃত্যু আসলে দুই -- জৈবিক মৃত্যু ও মানসিক মৃত্যু।রবীন্দ্র-চেতনায় মানসিক মৃত্যুর ব্যাপারটি ততটা স্পষ্ট ছিল না। জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন – যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে’ (ধূসর পাণ্ডুলিপি)। ঔপনিষদিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন – মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’ কিংবা ‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান’ কাব্য জীবনের প্রথম দিকেই দুই কবির মৃত্যু সম্পর্কিত এই উচ্চারণের সুর ভিন্ন হলেও প্রসঙ্গ একই, মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ আত্মচৈতন্যের মধ্য দিয়ে ঔপনিষদিক উপলব্ধিতে মৃত্যুকে আপন করে নিতে চেয়েছেন। কয়েকজন আত্মীয়ের বিয়াগে কবিকে চিরন্তন ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু ও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু এর মধ্যে অন্যতম! মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু কবির বাল্যজীবনে ঘটায় এরং তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও যৌবনে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবির সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। কবি তা স্বীকারও করেছেন –

“... আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।”

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির বোধে ও চেতনা একটা জায়গায় এসেছিল। মাতার মৃত্যুর ফাঁক পূরণ করেছিল কাদম্বরী দেবী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তরুণ যৌবনে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু কবির জগৎ ও জীবনকে স্তব্ধ করে দিলে তিনি জগৎকে আরও সুন্দরভাবে দেখতে পেয়েছিলেন এবং মহাজীবনের চলমানতা অনুভব করেছিলেন।

কবির ভাষায় –

“ জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়াজেন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।” (জীবনস্মৃতি : মৃত্যুশোক)

মৃত্যু জনিত আঘাত ও তার মহতী অনুভূতি কবিকে বিষাদগ্রস্থ করে এবং তার যন্ত্রণা থেকেই তিনি সৃষ্ঠির খেলায় মেতে উঠেন। নৈবেদ্য’(১৯০২) কাব্য থেকেই একটা মৃত্যুচেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। স্মরণ’(১৯০৩)” কাব্যটিতে মৃত্যুভাবনা জাত। একবছর আগে কবি পত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। তবে কাদম্বরীর মৃত্যুর মতাে এই মৃত্যুতে কবি ততটা বিচলিত না হলেও পত্নীকে স্মরণ করেই একটি কাব্য লিখলেন। তিনি কিছুটা আক্ষেপ করেই বলেছেন – সে যখন বেঁচে ছিল গা, তখন যা দিয়েছে বারবার তার প্রতিদান দিব যে এখন সে সময় নাহি আর। ( ২ সংখ্যক) তারপরই তিনি ভগবৎ সত্তার কাছে তাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে চান –

রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ –
তামোরি চরণে দিলাম সঁপিয়া।
কৃতজ্ঞ উপহার। ( ২ সংখ্যক)

উল্লেখ্য যে ‘ আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে’ গানটি মৃণালিনী দেবীকে স্মরণ করেই লিখেছিলেন। তবে এ গান শুধু কি মৃণালিনী দেবীর জন্যই? নাকি সঙ্গে কাদম্বরীও আছেন?

গীতাঞ্জলি কাব্যে মূলত ঈশ্বরকে ‘পরানসখা’ রূপে দেখা হলেও বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির মৃত্যুচেতনার মহতী অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। ৫৯ সংখ্যক কবিতার শুরুতে কবি বলছেন –‘এবার নীরব করে দাও হে তামোর ...’। প্রথমেই প্রশ্ন জাগে কবি নিজেকে নীরব করে দিতে বলছেন কেন? তিনি কি মৃত্যু কামনা করছেন? না কি বাক্ বিস্তার বা মুখর কবি স্বভাব বন্ধ রেখে শুধু অনুভূতির রাজ্যে নীরবে অবগাহন করে বাকি জীবনটা কাটাতে চাইছেন? যদি তাই হয় তা হলে আত্ম-যন্ত্রণাটাই বা কি? নিশীথরাতে তিনি তার বাঁশি শুনতে পান। সেই তানে গ্রহশশী আবাক হয়। তারপরই কবির আত্ম সমর্পণের ইচ্ছাটা প্রবল হয়। কবি

জানিয়ে দেন যে জীবনে-মরণে ছড়িয়ে থাকা সবকিছু গানের টানে বাঁশিবাদকের চরণে মিশে যাক। ব্লাকহালের একটা টান কবি অনুভব করছেন। ব্যক্তিভাবনা কবিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তামোর’ শব্দটি দ্বিসত্ত্বা থরথর করে কাঁপতে থাকে। সৃষ্টির ভাব মুক্ত হলে কবি একলা অকূল অন্ধকারে বসে তার গান শুনতে পাবেন। মনে রাখতে হবে গভীর রাত্রিই পারে মানুষকে একাকীত্ব দিতে।

মৃত্যুর এই আলাে-আঁধারী খেলা থেকে এবার সরাসরি উচ্চারণ করলেন – ‘মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তামোর দুয়ারে’ (১১৪ সংখ্যক)। মরণ দুয়ারে এলে তিনি দেহ অন্তস্থিত প্রাণকে তার হাতে তুলে দেবেন। শূন্য হাতে তাকে বিদায় দেবেন না। সুখ দুঃখের আলাে-ছায়ায় বিভিন্ন ঋতুতে জীবনের যে স্বাদ পেয়েছেন, যা কিছু সঞ্চয় করেছেন। তাকে তিনি ডালা সাজিয়ে মরণের হাতে তুলে দেবেন।

জন্ম ও মৃত্যুর এই জৈবিক নিয়মকে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক করে দেখেছিলেন।

রাগেশয্যা’ (১৯৪০) থেকে আরাগ্যে’ (১৯৪১) পর্যন্ত কবি মৃত্যুর হাতছানি বেশ ভালাভোবেই অনুভব করেছেন। তিনি মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণরূপ হিসাবে দেখেছিলেন। রাগেশয্যায় বিলগ্ন অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয় কবি। জীবনের পাশাপাশি মৃত্যুকেও তিনি।

পরিপূর্ণভাবে উপভাগে করতে চেয়েছেন। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের কালিম্পং-এ কবি ‘কোমা’ রাগে আক্রান্ত হন। সুস্থ হয়ে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে বসে রাগেশয্যার কবিতাগুলি লিখলেন। রাগেশয্যার ২৫ সংখ্যক কবিতায় লিখলেন –

জীবনের দুঃখে শাকে তাপে/
কবির একটি বাণী চিত্তে মারে দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল/
আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।।

তাই এই পৃথিবীতে জন্ম সার্থক। এর পরে পরেই লিখলেন আরাগ্যে। উপনিষদের বাণীর মতাইে তিনি উচ্চারণ করলেন – এ দ্যুলাকে মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।/

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি/
এই মহামন্ত্রখানি।

রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন আশি বছর তিন মাস। কবির আশিতম জন্মদিনে প্রকাশিত ‘জন্মদিনে’ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। জন্মদিনেই শেষ যাত্রার সম্ভাবনায় কবির চেতনা সচকিত। এই পটভূমিকায় তিনি জন্মদিনের কবিতাগুলি রচনা করেছেন। বেশ কয়েকটি কবিতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে গুরুতর ব্যাধির আগে লেখা। জন্মদিনে কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির এই মনাভোব প্রতিফলিত হয়েছে।

জন্ম-মৃত্যুর মিলন মাহেনায় দাঁড়িয়ে কবি যে কাব্যরচনা করেছেন তার নাম দিয়েছেন জন্মদিনে। জন্মদিন পালনের একটা আবেগ-উচ্ছাস এবং আনন্দ মেদুরতা, আনন্দ-বিহ্বলতা থাকলেও এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতার অবকাশ মৃত্যুর স্থির পদধ্বনি শানো যায় জন্মদিনেই কবি মৃত্যুর দুঃসংবাদ অনুভব করেছিলেন--

‘আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ ;
আপন আগুনে শাকে দগ্ধ কবি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।” (৮ সংখ্যক)

জীবনে মৃত্যু যেন সূর্যের অস্ত যাওয়ার মতাইে অন্ধকার ঘনিয়ে আনা ঘটনা। মৃত্যুর এই বার্তাই কবিকে জীবনের পশ্চিম সীমায় পৌছে দিয়েছে। মৃত্যুকে জীবনের পূর্ণরূপ হিসাবে দেখেছেন বলেই আলাকে তিনি অনুভব করেছেন – “যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে। মৃত্যুকে বরণ করে নিলেই জীবনের অখণ্ড উজ্জ্বল অমরতালাভ করা যায়।

মৃত্যুর মহা আবির্ভাবের জন্যই কবি প্রতীক্ষা করে আছেন। ৫-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়সে জন্মদিন পালন করতে গিয়ে অতীত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা স্মরণ করেছেন। পৃথিবীর বিচিত্র রহস্য ভাণ্ডারের সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছেন। আজ তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় –

“সাবিত্রী পৃথিবী এই, আর এ
মর্তনকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে
আলাকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কি গুঢ় সঙ্কল্প বহি করিতেছে সূর্য
প্রদক্ষিণ –
সে রহস্য সূত্রে গাঁথা এসেছিনু
আশিবর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।”
(৫-সংখ্যক)

বাঁচার প্রবল ইচ্ছা এবং আরাে কয়েক বর্ষ ধরে পৃথিবীকে চিনে নেওয়ার আকাঙক্ষায় কবি একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। তখনও জানতেন না যে কয়েক বর্ষ নয় মাত্র তিন মাস পরেই তাকে এই ‘সাবিত্রী পৃথিবী ছেড়ে কবিকে চলে যেতে হবে। নিজের জীবনের অবসানের এই কল্পনাটি সুন্দর। প্রকৃতির সৃষ্টি সম্পদ কখনই অমর ও অমৃত নয়। প্রকৃতির প্রতিটি সঞ্জীব বস্তুই মরণশীল। কিন্তু তা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই তাতে। বিকৃতি নেই তাই –

“ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গালোপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে।
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।” (২৬ - সংখ্যক)

সৌন্দর্যময় গালোপেরও মৃত্যু আছে। ফুলদানিতে থাকলেও সে শুকিয়ে ঝরে পড়ে অর্থাৎ সুন্দর সমুজ্জ্বল গৌরবেরও একদিন অবসান ঘটে।

এই সূত্রেই কবি চেয়েছেন, মৃত্যু মুহূর্তেকবিকে যেন মৃত্যু বিকৃতি গ্রাস না করে। জীবনের পূর্ণ প্রাপ্তিতে অসুন্দরের মুহূর্তে রচিত হাকে কবি সেটা চাননি। তাই তিনি বলেছেন –

“জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোহে যবে
করে মুখামুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে।
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময় -
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর
অবসান।” (২৬ - সংখ্যক)

জন্মদিনে তিনি একটা দূরত্ব অনুভব করছেন। ১ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন – “আজি এই জন্মদিনে / দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।” সবার মধ্যে থেকেও কবি বুঝতে পারছেন জীবন ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছেন। তাই স্বীকার করছেন – “আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে -/ অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।”

পথিক হিসাবেই তার এগিয়ে চলা- এ চলায় সাথী নেই। আসলে একটা মহাদূরত্ব কবিকে একাকী করে তুলছে।

মৃত্যুকে অমৃত করার যে আকাঙক্ষা কবির মানসিকতায় আগে থেকেই জেগে উঠেছিল, তাকে জীবনের শেষ সময়েও সমানভাবে বজায় রাখতে চেয়েছেন। জীবন কখনই কবিকে বঞ্চনা করেনি তাই কবিও জীবনকে বঞ্চনা করতে চায়নি। কারণ তিনি পৃথিবীর কবি’ যেখানে যত ধ্বনি ওঠে তা কবির বাঁশীর সুরে নূতন করে জেগে উঠবে। তাই মৃত্যুকে কবি শূন্য হাতে বরণ করতে চান নি। কবির বিশ্বাস প্রতিটি জন্মদিন যেমন নানা রূপে মানুষকে সৃষ্টি করে তেমনি প্রতিটি জন্মদিন মানুষকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই জন্মদিনের পথ বেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই হল জীবন রহস্যের মূল কথা। তাই মৃত্যু ভয়ের নয়, মৃত্যু সতত সুন্দর। মৃত্যু একটা দূরত্ব রচনা করে।

মাত্র, তা শেষপর্যন্ত জীবনের অঙ্গ হিসাবে থেকে যায়।

চিরকালই রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বরাবর কৌতূহলী ছিলেন এবং তিনি এক সময় মানব নিকেতনে এসে পৌঁছে উচ্চারণ করলেন –

“মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবার মরতে না চাওয়ার কথা কেন বলছেন? অমর হয়ে থাকার কি একটা প্রবল ইচ্ছা তার মধ্যে কাজ করেছিল? প্রতিটি সৃষ্টিশীল মানুষের হৃদয়ের গাপেন গভীরতম প্রদেশে কি এমন একটা ভাবনাই কাজ করে ?

# রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

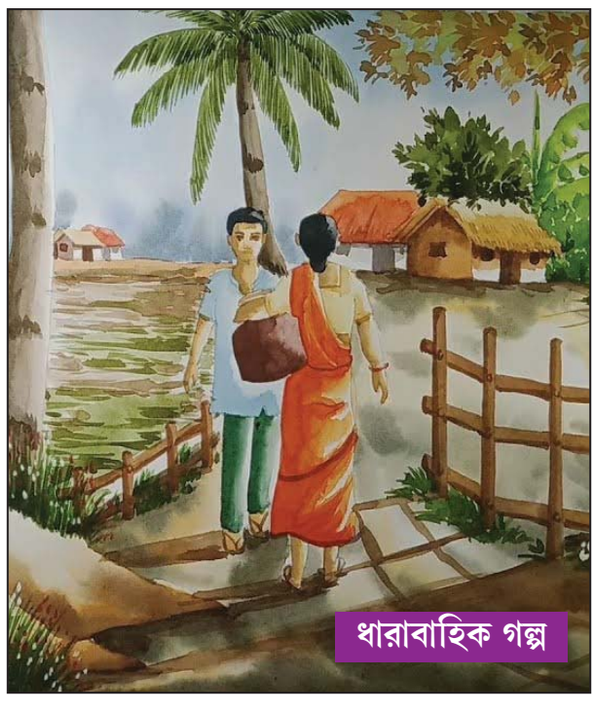


**উনিশ**

রায়হানের বাড়িতে আসে রূপা।
'আজ তোমাকে একটা কথা বলবো। তোমার আমার জন্যে কষ্টকর হলেও আমার কিছু করার নেই।' কথা বলতেই ঠোঁট কেঁপে ওঠে রূপার।
'কী এমন কথা যে তুমি- আমি কষ্ট পাবো? তবে হ্যাঁ, আমি তোমাকে ছাড়া কিচ্ছু চাইনা। শুধু তোমাকে চাই।' বলল রায়হান।
'আমি স্কলারশিপ পেয়েছি বিলেতে এফআরসিএস পড়ার জন্যে। আগামী বৃহস্পতিবারই আমার ফ্লাইট।'
'এতো খুব খুশির খবর। তবে...'
'আমি বুঝতে পারছি তোমার মনের অবস্থা। তবে একজন ভাল ডাক্তার হতে হলে অবশ্যই বিদেশ থেকে ডিগ্রী আনতে হয়। অবশ্য তুমি যদি মত দাও। আমি তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে চাই না।'
'অবশ্যই তুমি যাবে; তাতে আমার যত কষ্ট-ই হোক না কেন। তাছাড়া তোমার সাথে সব সময় ফোনে যোগাযোগ রাখবো-ই তো।'
আইনগত সব জটিলতা শেষ।
এখন শুধু বিমানে ওঠা মাত্র।
বিমান বন্দরে রূপা উপস্থিত হয়েছে হাসেম আলীকে সাথে নিয়ে।
একরোখা মেয়ে রূপা মা-বাবাকে কিছু বলেনি। তারা অবশ্য কিছু জানতেও চায়নি। তার মা-বাবা জানে না তাদের একমাত্র মেয়ে বিদেশে যাচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে।
বিমান বন্দরে বসে আসে রূপা আর হাসেম আলী। ঘড়ির কাটার দিকে তাকায় রূপা। সাড়ে চারটে বাজে।
ফ্লাইট সাড়ে পাঁচটায়। বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে লণ্ডনগামী বিমান একটু পরে ছাড়ার কথা। যারা এখনও ইমিগ্রেশন ও কাষ্টম পার হন নাই তারা যেন অতি সত্বর সকল কাজ সম্পাদন করে।
রায়হান না আসায় অস্থির হয়ে ওঠে রূপা। বলল, 'কাকা, রায়হান এখনো আসছে না কেন? সেতো এমনটি কখনও করেনি!' নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় তার। দেশ ছেড়ে যাবার সময় নিজস্ব কারো সাথে দেখা হলো না বলে।
হাসেম আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমিগ্রেশন গেটের দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে কার যেন ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকায় রূপা। রায়হান দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে আসছে তার দিকে। হাতে তার একগুচ্ছ লাল গোলাপ। রায়হানকে দেখে মন ভরে ওঠে আনন্দে। ওড়না দিয়ে চোখ মোছে সে।
রায়হান রূপার কাছে এসে বলল, 'তোমাকে অভিনন্দন।' গোলাপের তোড়াটা তুলে দেয় রূপার হাতে।
'থ্যাংকস্ রায়হান।' কেঁদে ওঠে রূপা।
'ছিঃ; এভাবে কাঁদতে হয় না। এখন কাঁদার সময় নয়। এখনতো আনন্দের সময়। তুমি বিদেশ থেকে বড় ডাক্তার হয়ে আসবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার আর কী হতে পারে? চোখ মোছ রূপা।'
রূপা ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে বলল, 'তোমাকে না দেখে আমি থাকবো কীভাবে রায়হান?'
'আরে পাগলি; মাত্র তিন বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ভাল থেকো তুমি। যেয়েই ফোন করবে। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকবো।'
ক্ষনেক পরে রায়হানের সামনে দিয়ে রূপা সকল বাধা পার হয়ে চলে যায় মূল টার্মিনালের ভেতর। ঘড়ির কাটা বিকাল সাড়ে পাঁচটার ওপর আসতেই রূপাকে নিয়ে বিমানটা লণ্ডনের উদ্দেশ্যে আকাশে মিলিয়ে যায়। রায়হান অপলক চেয়ে থাকে সেদিকে। তার বুকটা ভেঙে খানখান হয়ে যায় যা আশপাশে উপস্থিত কারো নজরে পড়ে না।

**কুড়ি**

দিন যায়, মাস যায়, একদিন বছরও গড়িয়ে যায়। রূপা আর রায়হানের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান হয়, টেলিফোনে কথা হয় নিয়মিত। যে কথা কখনও জীবনের- কখনও ভালবাসার।
রূপার পড়াশুনা ভাল চলছে জেনে না দেখার কষ্টটা চেপে আনন্দে থাকার চেষ্টা করে রায়হান। এদিকে নিজের ব্যবসার প্রসারের জন্যে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম তার। ফলস্বরূপ ব্যবসার প্রসার হতে থাকে ঈর্ষণীয়।
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তিনটি বছরের ইতি ঘটে। রূপার ফাইনাল পরীক্ষাও শেষ। এখন মাত্র রেজাল্টের অপেক্ষা। রায়হান এই ক'বছরে অনেকবার ভেবেছে সে গ্রামের বাড়িতে যাবে বোনকে দেখতে। পরক্ষণে যখন রূপার কথা মনে হয়েছে তখন সে চিন্তা বাদ দিয়েছে মাথা থেকে। তার ইচ্ছা, রূপা আসলেই যাবে বোনকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে। এ ভাবনাটা তার ঠিক হচ্ছে না জেনেও সে নিজেকে সংবরণ করেছে গ্রামের বাড়ি যাওয়া থেকে।
বিকাল চারটে। অফিসের কাজে ব্যস্ত রায়হান। হঠাৎ রূপার ফোন।
'হ্যালো রায়হান, শুভ বিকাল।'
'শুভ সকাল। তুমি কেমন আছো রূপা?'
'ভালো। তবে আজ অনেক অনেক বেশি ভাল।'
'তাই নাকি? বিশেষ কিছু....'
রায়হানের কথা শেষ না হতেই রূপা বলে ওঠে, 'আজ রেজাল্ট বের হয়েছে।'
'সেতো তুমি আগেই বলেছিলে। তোমার রেজাল্টের অবস্থা কী?'
'তোমার ধারণাটা বলো।'
'আমি জানি তুমি ফাস্টক্লাস পাবেই।'
'কীভাবে বুঝলে?'
'যেখানে দৃঢ় ভালবাসা থাকে সেখানে কোন কিছুই বুঝতে বাকী থাকে না।'
'তাই? এত্ত ভালবাসা!'
'কোন সন্দেহ আছে তোমার?'
'সন্দেহ করবো আমি! কোন সাহসে?'
'ভালবাস তাই।'
'না রায়হান তোমাকে সন্দেহ করে আমি আর কোন কিছু হারাতে চাই না। তুমি আমার সকল সন্দেহের বাইরে।'
'তোমার রেজাল্টের কথাতো বললে না?'
'তুমিইতো বললে ফাস্টক্লাস পেয়েছি।'
'সত্যি!'
'হ্যাঁ রায়হান, আমি ফাস্টক্লাস পেয়েছি। আর হ্যাঁ, আমি আগামী পরশু বিকেলের ফ্লাইটে দেশে আসছি।'
'সত্যি! সত্যি তুমি দেশে আসছো?'
'হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি-সত্যি। তোমার রূপা তোমার কাছে আসছে। আমি রাখছি পরে কথা হবে।'
'ঠিক আছে; ভাল থেকো।'
রায়হান ফোনটা রেখে দেয়। রূপার ফিরে আসার সংবাদ শুনে তার মনে আর আনন্দ ধরে না। মনে মনে সে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেয়। অনেকদিন পর রূপা দেশে আসছে। তাছাড়া পরীক্ষায় সে ভাল রেজাল্ট করেছে এজন্যে কিছু পুরস্কার তারতো পাওনা। যে ভাবা সেই কাজ। রায়হান মার্কেট থেকে জামদানি শাড়ি কেনে। মনে মনে ঠিক করে রূপাকে এই শাড়ি পরিয়েই তাদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে যাবে।
বিকাল পাঁচটা। যথারীতি নির্দিষ্ট ফ্লাইটে দেশের মাটিতে পা রাখে রূপা। রায়হান অনেক আগে থেকে বিমানবন্দরে রজনীগন্ধার তোড়া হাতে অপেক্ষায় আছে। বিমান বন্দরের ভেতর থেকে রায়হানের দিকে চোখ যায় রূপার। রায়হায় গ্লাসের বাইরে রূপাকে দেখে হাত নাড়ছে অনবরত। রূপা বাইরে আসতেই দু'জন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নীরবতা ভঙ্গ করে রায়হান বলল, 'কেমন আছো রূপা?'
'তুমি বোঝনা?' রূপার পাল্টা প্রশ্ন। তার চোখ ছলছল করে ওঠে।
'আমি তোমার চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে ছিলাম এই কয়টা বছর। আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।'
'আমিও কী পাগল ছিলাম না রায়হান। তোমার হাতে ফুলের তোড়া কারো জন্যে বুঝি?' রূপার প্রশ্ন।
'ও হো আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম; অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করে ধন্য করো।' রায়হান ফুলের তোড়াটা দেয় রূপার হাতে।
'থ্যাংক ইউ রায়হান।'
'ইউ আর ওয়েলকাম। চলো তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'
'সারপ্রাইজ!' বিস্ময়বোধক প্রশ্ন রূপার।
'হ্যাঁ।'
'কী সারপ্রাইজ?'
'আগে চলোতো।'
রায়হান রূপাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। একটা নতুন প্রাইভেটকারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রাইভেটকারের দরজা খুলে বলল, 'ওঠো।'
রূপা প্রশ্ন করে, 'এটা কী তোমার গাড়ি রায়হান?'
'না।'
'ভাড়া করে এনেছো?'
'তাও না।'
রূপা এবার অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, 'অন্যের গাড়ি নিয়ে এসেছো কেন? অন্যের গাড়িতে না যেয়ে রিক্সায় যাওয়া অনেক ভাল। তুমি যার গাড়ি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসো। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। দু'জনে না হয় রিক্সায় চলে যাবো। অনেকদিন রিক্সায় চড়িনি।'
রায়হান রূপার হাতে গাড়ির চাবিটা দিয়ে বলল, 'এটা আমার কিংবা ভাড়ার নয় সত্যি, তবে গাড়িটাতো তোমার। অনেক দেখে তোমার জন্যে কিনেছি।'
'কী বলছো এসব!' বিস্ময়ে চোখ কপালে ওঠে রূপার।
'এতে বিস্মিত হবার কী আছে?'
'বিস্মিত হবো না!'
'না হবে না।'
'কী বলছো আবল তাবোল?'
'আমি যা সত্যি তাই বলছি। এটা শুধু তোমার জন্যে।'
'তাইবলে এতগুলো টাকা....'
'এখন যা কিছু তাতো সবই তোমার জন্যে। আর একটা সামান্য প্রাইভেটকার..'
'তবু তুমি এটা ঠিক করোনি। কোন দরকার ছিল না এসবের।'
'কেন তোমার পছন্দ হয়নি?'
'আমি আসলে চাইনি, তুমি এখনই এতগুলো টাকা নষ্ট করো।'
'নষ্ট করেছি কোথায়? মনের মতো একটা কিছু আমার মনের মানুষকে দিয়েছে এই যা।'
আর কথা বাড়ায় না রূপা। বলল, 'রায়হান তুমি না...' হেসে ওঠে রূপা।
'বলো আমি কী?' প্রশ্ন রায়হানের।
'জানি না যাও।'
'যেতে যদি হয় তোমাকে নিয়েই যাবো।' হেসে ওঠে রায়হান।

গাড়িতে ওঠে রূপা। রায়হান ড্রাইভ করছে। নীরবতা ভেঙে রূপা বলল, 'একটু আস্তে চালাও, ভয় লাগছে।'
রায়হান রূপার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'তোমার মরণের এত ভয়? আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছো না?'
'না রায়হান; এটা তুমি ঠিক বললে না। আমি কখনও কোনদিন জীবনের মায়া করিনি। শেষে ঠাট্টা করতে যেয়ে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসবে সেজন্যে বলেছি মাত্র।' রূপা মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।
রায়হান বুঝতে পারে রূপা তার ওপর অভিমান করেছে। মান ভাঙানোর জন্যে বলল, 'আমিতো এতক্ষণ ভাল করে তাকিয়েই দেখিনি। সত্যি তোমাকে আজ বড় বেশি সুন্দর লাগছে।'
রায়হানের এমন মন ভোলানো কথায় আরো বেশি রেগে যায় রূপা। রাগের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে রায়হান আবারো বলে ওঠে, 'রূপা তুমি কী তোমার রাগান্বিত মুখ আয়নায় দেখেছো? রাগলে তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়।'
বাম হাত দিয়ে রূপার ডান হাত ধরতে চেষ্টা করে সে।
মুহূর্তে হাত সরিয়ে নেয় রূপা। মুখ ঝামটা দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে।
'অনেকদিনের লালিত স্বপ্ন, তোমাকে নিয়ে আমার আদরের বোনকে আনতে যাবো; তুমি যাবে না?'
রায়হানের এ কথায় আর চুপ করে থাকতে পারে না রূপা। বলল, 'না না রায়হান, এটা তুমি একদম ঠিক করোনি। আমার জন্যে তোমার বোনকে না এনে অন্যায় করেছো। কত কষ্টে সে সেখানে আছে তা আল্লাহ-ই জানে।'
'অনেক কষ্ট সে করেছে; আর কষ্ট করতে হবে না। আমার বউ যখন দেশে এসে পড়েছে তখন দু'এক দিনের মধ্যে তাকে আনছি।'
'হ্যাঁ; চলো তাহলে দু'একদিনের মধ্যে। আচ্ছা, রাজেশ ভাই, কাকিমা ওনারা কেমন আছেন?'
'ভাল।'
'ভাল মানে?' আবারো প্রশ্ন রূপার।
'ভাল মানে ভালো। আমার ব্যবসার অবস্থা যখন মোটামুটি ভালো তখন একদিন রাজেশকে বললাম আমি এমনি দিলেতো তুই নিবিনা তাই ধার হিসেবে কিছু টাকা নে। তারপর শোধ করে দিস যখন দেবার সামর্থ হবে।' প্রথম অবস্থায় সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলো না। তারপর বুঝিয়ে দিয়েছিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়ে একটা পোল্ট্রি ফার্ম করেছে।
'এখনও কী সেখানে আছে?' রূপার প্রশ্ন।
'না, আমার বাড়ির পাশে এক ফ্লাট নিয়ে থাকে।'
'তুমিতো বলেছিলে রাজেশ ভাইদের বাড়ি তাদের নিজের, ভাড়া করা নয়?'
'আমি তাই জানতাম। আমি কেন তারাও তাই জানতো। গত বছর মাঘ মাসে রাজেশের বড় চাচা দাবী করলো বাড়ি ঘর তার জায়গার ওপরে। রাজেশের দাদা নাকি তার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। চাচার এমন কথা বিশ্বাস না হলেও করার কিছু ছিল না। কারণ তার বাবা আর দাদা এ পৃথিবীতে নেই। পরপারে পাড়ি জমিয়েছে অনেক আগে। বাধ্য হয়ে বাড়ি ছাড়ে মা-ছেলে।'
'রাজেশ ভাইয়ের চাচা এমন করলো কেন?'
'কী জানি? আসলে অর্থ সম্পদের লোভ মানুষকে এর চেয়ে নিকৃষ্ট হতে সহায়তা করে।'
'যাকগে ওসব কথা; এখন বলো আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'
'কেন আমার বাড়িতে।' বলল রায়হান।
'না থাক, আগে আমাদের বাড়িতেই যাই।'
'যাবে? এক জায়গায় গেলেই হলো। বাড়িতে দেখবে তোমার বাবা-মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আচ্ছা তাদের বিমানবন্দরে দেখলাম না যে!'
'ঠাট্টা করছো?' রূপার প্রশ্ন।
'কেন ঠাট্টা করবো?'
'তুমিতো জানো, বাবা-মা আমার জন্যে কখনো অপেক্ষা করবে না। বিদেশে থাকাকালীন মা-বাবা দায় সারা ক'টা চিঠি দিয়েছে। মাসের মধ্যে দু'একবার ফোন করেছে; যা না করলেও চলতো। তাহলে কী করে ভাবলে, তারা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? তাছাড়া আমি যে পাশ করে দেশে ফিরছি তারা কী জানে?'
'কী বলছো তুমি! তুমি আসছো তা জানাওনি তাদেরকে?' বিস্ময়ে হতবাক রায়হান।
'না জানাইনি। কী হবে জানিয়ে বলো?'
'এটা তোমার অন্যায়। হাজার হলেও তারা তোমার বাবা-মা; জন্মদাতা। এই যে তুমি এত বড় হয়েছো, আদর সোহাগ না করুক তোমার ভরণ পোষণের সমস্ত ভার তারা নিয়েছে।'

*চলবে...*

# বৃষ্টি নেমেছিল...

শংকর সাহা

অফিসের তিনতলায় দাঁড়িয়ে জানালা থেকে বাইরের পরিবেশটিকে দেখতে থাকে রাতুল। অফিস ছুটি হলেও বাইরে অঝোরে বৃষ্টির কারণে যেন বেরোতেই পারছেনা সে। অফিসের বাকি স্টাফরাও তখন অফিসেই।
ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় ছয়টা।বৃষ্টি একটু ছাড়তেই রাতুল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।
রাস্তায় একহাঁটু জমা জল। সেভাবে রাস্তায় ট্যাক্সি দেখা যায়না। চোখের চশমার কাঁচে বৃষ্টির জলে যেন ঝাপসা হয়ে আসে সব।
একটি দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে থাকে সে।
এমন সময়ে একটি হলুদ ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় রাতুলের কাছে।
'স্যর, যাবেন নাকি? '
'যাবো বইকি! তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিন্তু। পুরো ভিজে গেছি..? '
ট্যাক্সি ড্রাইভার হেসে বলেন, 'স্যর, কিছু এক্সট্রা ধরে দেবেন হাতে এই বৃষ্টির দিন..! তার পরে রাস্তায় হাঁটুজল।'
'দেবো দেবো, আগে ভেতরে চাপি তো। '
বলতে বলতে রাতুল যেই ট্যাক্সির ভেতরে যাবে এমন সময়ে একজন অপরিচিতা নারীকণ্ঠ, ' বলছি দাদা, কলেজে মোড়ের দিকে যাবেন? আমার খুব আর্জেন্ট! বাড়িতে অসুস্থ রুগী আছেন'
রাতুল প্রায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। ' বলছি আমি তো আগে ট্যাক্সিকে বলে রেখেছি। তাছাড়া আমি কলেজের পথে যাবোনা। ' তবে কি করে সম্ভব!
'আসলে আমার মা অ্যাজমার পেশেন্ট। আমার ব্যাগে ওনার ওষুধ আছে। আমার পৌঁছোতে দেরি হলে ওনি খুব কষ্ট পাবেন।
ট্যাক্সি ড্রাইভার বারবার রাতুলের দিকে তাকাতে থাকেন।
রাতুল বুঝতে পারে ওনি একটি সমস্যায় পড়েছেন। তাছাড়া বর্ষার দিন।
'ঠিক আছে আপনি ট্যাক্সিতে উঠুন। আমি সামনে নেমে পড়বো।
'আপনি ফিরবেন তবে কি করে? আমার জন্যে এই বৃষ্টির রাতে..! '
রাতুল স্মিত হেসে বলে, ' আমার চেয়ে হয়তো আপনার পৌঁছোনোটা বেশি জরুরি.। নিন তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে উঠুন। ' রাতুলও ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। ড্রাইভারকে বলেন শিলিগুড়ি মোড়ে নামিয়ে দিতে।
বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাতুল গাড়ির কাঁচ দিয়ে অনমনা হয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।
'আপনার খুব অসুবিধে হবে তাইনা? '
রাতুল হেসে বলে, 'না না, এমন কেন বলছেন? আচ্ছা, আপনি কোথায় চাকুরি করেন?'
'আমি দেবলীনা। দেবলীনা ব্যানার্জী। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে চাকুরি করি। বাড়িতে মা আর আমি। মা'র শরীরটি বিশেষ ভালো নেই। আচ্ছা আপনি কি করেন?'
দেবলীনার দিকে রাতুল তাকিয়ে হেসে বলে,' 'আমি ব্লক ইয়ুথ অফিসার। ব্লকে চাকুরি করি। '
দেবলীনা গাড়ির ভেতরের আলোতে রাতুলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে।
দেখতে দেখতে শিলিগুড়ি মোড় এসে পড়ে। রাতুল গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। দেবলীনার দিকে তাকিয়ে বলে, ' সাবধানে যাবেন।'
'বলছি আপনার ফোন নম্বরটি পাওয়া যাবে? '
রাতুল একটি কাগজে ফোন নম্বরটি লিখে দেবলীনার হাতে দেয়।
দেবলীনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলে, ' আপনিও সাবধানে যাবেন। দেখুন তো আমার জন্যে আপনাকে আজ কতটা কষ্ট করতে হচ্ছে!'
ট্যাক্সিটি এগিয়ে যায়। রাতুলও একটি টোটো ধরে বাড়ি ফিরে আসে। এদিকে বৃষ্টি একটু কমেছে সবে। রাতুন ফ্রেশ হয়ে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফোনের লকটি খুলতেই দেখে পরপর তিনটি মিসড কল।
রাতুল সেই নম্বরে ফোন করে। ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসে দেবলীনার কণ্ঠ, ' আপনি বাড়িতে ভালোভাবে পৌঁছে গেছেন তো? আমি দেবলীনা বলছি। মা'কে আপনার কথা বললাম।এইযুগে আপনার মতো ভালো মানুষ দেখাই যায়না'
রাতুল হেসে বলে, ' আমি পৌঁছে গেছি। বলছি মাসিমা এখন কেমন আছেন? ওনাকে আমার প্রণাম জানাবেন। '
'একদিন কিন্তু আসতে হবে চা খেতে? মা বলেছেন একদিন আসতে। ঠিক আছে রাখি। ভালো থাকবেন'
দেবলীনা ফোনটি রেখে দেয়।
রাতুল ফোনটি টেবিলের উপরে রেখে আলো নিভিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে। আজ কেমন যেন এক অস্থির চিত্ততা কাজ করছে তার মধ্যে। বারবার দেবলীনার সেই অসহায় মুখটি ভেসে আসছে। এমন সময়ে আবারও বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ যেন রাতুলকে অনমনা করে তোলে।
হঠাৎই নীচ থেকে মোক্ষদা ডেকে বলেন, ' ছোটোবাবু, মা টিফিন করতে ডাকছেন নীচে.? খেতে আসুন'

## বৃষ্টি তুমি

মহসীন মল্লিক

দামি পোষাক হলুদ ওড়না পায়ে জুতো নূপুর
ফিরছে মেয়ে কলেজ সেরে মাথায় মেঘলাদুপুর।
হঠাৎ এলো বৃষ্টি ফোঁটা ওই মেয়েকে ছুঁতে
লাজুক বৃষ্টি প্রেমের ছোঁয়ায় চাইল তাকে ধুতে।

ছাতা বিহীন ত্রস্ত নারী বৃষ্টি প্রেমে ভিজে
বিভোর হলো জল - আদরে অবাক হয়েই নিজে
বৃষ্টি ঢাকে দিনের রৌদ্র , রাত্রে কাঁপায় শয্যা
"ওড়না ভেজা যুবতী নারীর বৃষ্টি তুমি লজ্জা।"

## অভিনয়

সেখ আব্দুল মান্নান

"একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে"
বিচিত্র এই সেলুকাসের দেশে,
আপ্তবাক্যের যথার্থতা পেয়েছি কতরূপে
নাটকের রঙ্গমঞ্চে জন্ম হয়েছে যার
রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তার অবারিত দ্বার,
কূটনৈতিক কুশীলবরা হয়েছে জ্বলন্ত হাতিয়ার।

নির্বাচন এলেই এক দলীয় নেতা হয়ে ওঠে
অন্য বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে খগ্‌হস্ত
নৈতিকতার সুরতহালে উজাড় করে সর্বস্ব,
কখনো তাদের গতিবিধিই অবাক করে দেয়
বিরোধী ওই নেতা যদি শাসক দলের হয়,
কায়েমী স্বার্থে তখন তারই স্তুতি গায়!

জনগণকে বোকা বানানোর এ আজব দ্বৈরথ
রাজনৈতিক অভিনয়ে তারা হয় না মনোরথ,
রাজনীতির নাটকে তারাই মুচকি হাসে
ব্যালট বাক্স ভরিয়ে নিতে দম লাগায় কষে,
ভোটনীতির নাটক দেখে সবাই তৃপ্ত হয়
বোকার মতো জুলজুলিয়ে দেখে জাতির ক্ষয়!

**ছড়া-ছড়ি**

## ইচ্ছা করে

সেহেরিন আফতার

ইচ্ছা করে বাউল বেশে
ঘুরি গাঁয়ের পথে
সারাটাদিন সবুজ ছায়ায়
খেলবো সবার সাথে।

ইচ্ছা করে ঠিক ভোরেতে
গায়তে ভোরাই গান
সুর মিলিয়ে বনের পাখি
করবে কলতান।

ইচ্ছা করে ডাহুক হয়ে
ডাকি সকাল-সাঁঝে
হিংসা বিভেদ সরিয়ে দূরে
থাকবো সবার মাঝে।

## লজ্জা লাগে

সুচিত চক্রবর্তী

সত্যি ভীষণ অবাক লাগে
বলতে লাগে লজ্জা,
সরকারি স্কুল নিয়ে শুনি
নানারকম তরজা।
সরকারিতে চাকরি মানে
সবাই জানে পাকা,
স্কুলে গিয়ে হাত, পা তুলে
দিব্যি বসে থাকা।
সময়মতো স্কুলে গেলে
কেউ বা রেগে বলে-
আপনার জন্য ছুটে ছুটে
স্কুলে আসি চলে।
সুখের চাকরি করতে বলুন
কেনা বাড়ায় পা,
ফাঁকি দেবার সহজ জায়গা
তাইতো ছাড়ে না।
ছেলেমেয়ে সরকারি নয়
প্রাইভেট স্কুলে যায়
সরকারি ঐ স্কুলগুলি তাই
করছে হায় হায়।
এসব কথা কেউ ভাবে না
নিজের কথা ভেবে,
সকাল থেকে কেবল এরা
পরকে দোষ দেবে।

## কবুল না কভুল

বাহাউদ্দিন সেখ

যে শব্দে তুমি বেঁধে ছিলে একটি ঘর–
বেঁধেছিলে একটি সম্পর্কের নাম,
বেঁধেছিলে একটি আশা-ভালবাসা
অথচ একটি ভরসার প্লাম!

ত্রি শব্দে বেঁধেছিলে কবুল কবুল কবুল।
আচ্ছা এটাই কি আমার জীবনের ভুল?

এক সম্পর্কের নাম, শুধুই কি হাত ধরা?
ত্রি শব্দের মানে ঠিক বুঝলাম না!
যে কবুল বলে দিয়েছিল মর্যাদা স্ত্রী-র
আর ভেঙে যেতেই ত্রিশব্দেই শুধু যন্ত্রনা।

বিয়ের আসরটা ঠিক বুঝলাম না?
যে সম্পর্কে নাম বেঁধেছিল কবুলেই
সেই সম্পর্কের নাম আবার মিটছে যেন
ত্রি শব্দেই তিন তালাকেই!

## ঐক্যমত

অশোক কুমার হালদার

ঐক্য মতের যদি হয় অভাব
মানুষের মধ্যে থাকে না সদ্ভাব,
সদ্ভাব যদি নাহি থাকে
অমানুষিকভাবে সব কাজ ঢেকে রাখে।
ঐক্য মত সমাজে মহা মূল্যবান
মানুষের প্রতি মানুষের থাকে আহ্বান।
ঐক্য মত হলে অস্পৃশ্যতা যায় চলে
হিংসা পীড়া উপদ্রবের কথা মানুষ যায় ভুলে।
প্রেম সম ঐক্যের বন্ধন সমদর্শী হয়
বিরুদ্ধাচারণের নাহি থাকে ভয়
সমাজ জীবনে আনন্দ অনুভূত হয়।

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল

# ফ্রান্সকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে ফুটবলের সোনা স্পেনের

**আপনজন ডেস্ক:** নির্ধারিত সময়ে দুই দলের কাউকে আলাদা করা যায়নি। প্রথমার্ধে যোগ্য দল হিসেবে এগিয়ে ছিল স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিক ফ্রান্স। তবে অতিরিক্ত সময়ে অবশ্য আর সমতা থাকেনি।
অতিরিক্ত সময়ে সের্হিও কামেয়োর জোড়া গোলে ৫-৩ গোলের জয় পেয়েছে স্পেন। ১৯৯২ সালের পর অলিম্পিক ফুটবলে সোনার পদক জিতল দলটি। ফ্রান্সের সামনে ছিল ৪০ বছর পর সোনার পদক জেতার সুযোগ। দুর্দান্ত খেললেও স্বাগতিকেরা সেই সুযোগ নিতে পারেনি।
যদিও শুরুটা ফ্রান্স দারুণ করেছিল। পিএসজির মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ম্যাচের ১১ মিনিটেই এগিয়ে যায় ফরাসিরা। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারদের ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করেন এনজো মিলো। ম্যাচে ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি স্পেন। ১৮ মিনিটে গোল করেন দলকে সমতায় ফেরান ফারমিন লোপেজ।
এরপর ম্যাচের ২৫ মিনিট ও ২৮ মিনিটে আরও দুটি গোল করে স্পেন। স্পেনের দ্বিতীয় গোলটিও আসে লোপেজের পা থেকে।
তৃতীয় গোলটি করেন মিডফিল্ডার আলেক্স বায়েনা। ফ্রি-কিক থেকে দুর্দান্ত এক গোল করেন এই মিডফিল্ডার। ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে স্পেন।
এগিয়ে থাকা স্পেনকে দ্বিতীয়ার্ধে একের পর এক আক্রমণ সামলাতে হয়েছে। ধারাবাহিক আক্রমণের ফল হিসেবে ফ্রান্স দ্বিতীয় গোলটি পায় ম্যাচের ৭৯ মিনিটে। গোল করেন মাঘনঁ আকলিয়ুচে। এরপর যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যান অধিনায়ক জ্যঁ-ফিলিপে মাতেতা। অতিরিক্ত সময়েও দুই দল দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছে। তবে ১০০ মিনিট ও ১২০ মিনিটে কামেয়োর গোলে সোনার হাসি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে স্পেন।

# ফিনালিসিমা নিয়ে অনিশ্চয়তা

**আপনজন ডেস্ক:** ১৯৮৫ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছিল ফিনালিসিমা। এরপর ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই ম্যাচ। লম্বা বিরতির পর ২০২২ সালে ফিরিয়ে আনা হয় ফিনালিসিমা। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন নিয়ে আয়োজিত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটি পরেরবার হওয়ার কথা ২০২৫ সালে অর্থাৎ আগামী বছর। কিন্তু সেই ম্যাচটি আদৌ মাঠে গড়াবে কি না, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের এই ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন সংবাদকর্মী গাস্তন এদুল। এদুলের দাবি, এখন পর্যন্ত ফিনালিসিমা কবে আয়োজিত হবে, তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ, ক্রীড়াসূচিতে এখনো উপযুক্ত কোনো তারিখ খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব এবং উয়েফা নেশনস লিগের ঠাসা সূচি ফিনালিসিমার আয়োজনকে শঙ্কার মুখে ফেলে দিয়েছে। ২০২২ সালে উয়েফা এবং কনমেবলের সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে নতুন করে চালু করা হয় ফিনালিসিমার রোমাঞ্চকর এই ম্যাচটি। দুই মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নের মধ্যকার খেলা হওয়ায় এই ম্যাচ নিয়ে আকর্ষণও ছিল বেশ। দুই বছর আগের সেই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ওয়েম্বলির সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে ইতালিকে হারায়।

# ড্র করল মহামেডান

*আপনজন: বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে ড্র করল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে মাত্র এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল মহামেডানকে। ফলে শেষ ছয়ে ওঠা কঠিন হয়ে উঠেছে মহামেডানের। নয় ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগে গ্রুপ 'এ'-তে চার নম্বরে অবস্থান করছে মহামেডান।*

# বিশ্ব রেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন 'মঙ্গলের মানুষ'

প্যারিস অলিম্পিক

**আপনজন ডেস্ক:** সবচেয়ে হালকা মানুষ হিসেবে ৪০০ কিলোগ্রামের বেশি ওজন তোলার কীর্তি গড়েছেন বুলগেরিয়ার ভারোত্তোলক কার্লোস নাসার। গতকাল ছেলেদের ৮৯ কেজি ভারোত্তোলনে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন তিনি।
জয়ের পর ২০ বছর বয়সী নাসার বলেন, 'অলিম্পিক গেমস আমার কাছে মহাশূন্যে যাওয়ার মতো এবং নিজেকে মনে হয় মঙ্গলে (গ্রহ) আছি।' শুরুতে স্ন্যাচ রাউন্ডে ১৮০ কেজি ভার তোলেন নাসার। ক্লিন অ্যান্ড জার্ক রাউন্ডে যোগ দিতে একটু দেরি করেন। ততক্ষণে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা একটু কম ওজন ক্যাটাগরিতে তিনবার করে চেষ্টা চালান। এরপর প্রথম চেষ্টাতেই মাথার ওপরে ২১৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জয় নিশ্চিত করেন নাসার। কিন্তু সেখানেই থামেননি। দ্বিতীয় দফার চেষ্টায় তোলেন ২২৪ কেজি। তাতেই গত বছর কাতার গ্র্যান্ড প্রিক্সে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে নিজের গড়া বিশ্ব রেকর্ড ১ কেজি ব্যবধানে ভেঙে ফেলেন নাসার। আর সব মিলিয়ে মোট ৪০৪ কেজি ওজন তুলে ভেঙেছেন চীনের লি দাইনের গড়া ৩৯৬ কেজির বিশ্ব রেকর্ড।
গুঞ্জন আছে, অনুশীলনে নাসার এর চেয়েও বেশি ওজন তোলেন। জয়ের পর নাসার বলেন, 'জয়টা আমি অনেকবার কল্পচোখে দেখেছি এবং প্রতিবারই সফল হয়েছি।'
৩৯০ কেজি তুলে রুপা জেতেন কলম্বিয়ার এইসন লোপেজ এবং ব্রোঞ্জ জিতেছেন ইতালির আন্তোনিনো পিজ্জোলাতো (৩৮৪ কেজি)।
১৭ বছর বয়সে নিজের প্রথম বিশ্ব রেকর্ড গড়া নাসার সংবাদ সম্মেলনে নিজের রোমান্টিক জীবন নিয়েও কথা বলেন। জয়ের পর তিনি জানিয়েছেন, আজ রিদমিক জিমন্যাস্টিকসে বুলগেরিয়ান সতীর্থ ও প্রেমিকা মাগদালিনা মিনেভাস্কাকে সমর্থন দেবেন।
নাসারের জীবনে বিতর্কও আছে। ২০২২ সালে বুলগেরিয়ান সৈকতের রিসোর্টে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এরপর বিনোদনমূলক ড্রাগ নিয়ে লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালানোর সময় গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করায় স্থগিত কারাদণ্ডাদেশও পেয়েছিলেন নাসার।
গত বছর মে মাসে সোফিয়ার এক হোটেলে গোসল করার সময় সাবান নিতে গিয়ে সিঙ্ক খসে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে। এতে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল নাসারকে। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'নড়লেই ব্যথা লাগে। চোখ খুলে রাখা এমনকি ব্রাশ করাও কঠিন।'

# সোনা জিততে না পেরেও গর্বিত অঁরি, করবেন উদ্‌যাপনও

**আপনজন ডেস্ক:** সময়টা এখন স্পেনের। ইউরোর পর এবার অলিম্পিকেও সোনা জিতে নিল তারা। অলিম্পিক ফুটবলে পুরুষদের রোমাঞ্চকর ফাইনালে ফ্রান্সকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে সোনা জিতেছে স্পেন। এ ম্যাচে প্রথমার্ধেই ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। সেখান থেকে ৩-৩ সমতা ফিরিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যায় ফ্রান্স। তবে অতিরিক্ত সময়ে স্পেনের বিপক্ষে আর লড়াই করতে পারেনি ফরাসিরা।
শেষ ৫-৩ ব্যবধানে হেরে রুপা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে ফ্রান্সকে। এর ফলে ১৯৯২ সালের পর অলিম্পিক ফুটবলে সোনার পদক জিতল দলটি। অন্য দিকে এই হারে ৪০ বছর পর ফুটবলে সোনার পদক জেতার সুযোগ হাতছাড়া করে স্বাগতিক ফ্রান্স।
শেষ পর্যন্ত লড়াই করে সোনা জিততে না পারলেও হতাশ নন ফ্রান্সের কোচ থিয়েরি অঁরি। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন তিনি। অঁরি বলেছেন, 'আমি খেলোয়াড়দের বলেছি, তারা জাদুকরি কাজ করেছে এবং তাদের নিয়ে গর্বিত। দিন শেষে আমরা কিন্তু পদক জিতেছি। আমরা যেভাবে এটা শেষ করতে চেয়েছিলাম, সেভাবে হয়নি কিন্তু তারপরও এটা এই সন্ধ্যাটা দারুণ ছিল।'
ফাইনালে হারের পরও মূলত দলের মধ্যে লড়াইয়ের যে স্পৃহা সেটিকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন অঁরি। তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কাছে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, এই দল লড়াই করতে পারে। শেষদিকে হয়তো আমরা পরিনি, কিন্তু এটা বলা যায় না যে আমরা লড়াই করিনি। প্রতি ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা লড়াই করেছি।'
সোনা জিততে না পারলেও উদ্‌যাপন অব্যাহত বলেও মন্তব্য করেছেন অঁরি, 'আমি জিততে চেয়েছিলাম। কিন্তু এরপরও আমরা উদ্‌যাপন করব। আমি জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো ফাইনাল হারলাম। কিন্তু এরপরও পদক পেয়েছি।' অন্যদিকে এবার অলিম্পিকটা স্প্যানিশ তারকা ফেরমিন লোপেজের জন্য অন্যরকম। ইউরো জিতে আসার পর অলিম্পিক পদকও জিতলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সেই দারুণ এই অর্জন নিয়ে লোপেজ বলেছেন, 'আমরা দারুণ একটি টুর্নামেন্ট খেলেছি। এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল এবং আমি দল নিয়ে দারুণ গর্বিত। যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি, তা সত্যিই আনন্দদায়ক।'

# কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনাল দিয়ে মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বি

**আপনজন ডেস্ক:** কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনাল দিয়ে নতুন মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে প্রিমিয়ার লিগের দুই জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর এ লড়াই মাঠে গড়াবে শনিবার (১০ আগস্ট) বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়।
রোমাঞ্চকর ম্যানচেস্টার ডার্বিতে কমিউনিটি শিল্ডে সবচেয়ে বেশি বার শিল্ড জেতা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অপেক্ষায় ২২ তম শিরোপা ঘরে তুলতে। অন্যদিকে গেল মৌসুমে শিল্ডের শিরোপা হাতছাড়া হলেও এবার আর কোনো ভুল করতে নারাজ সিটি।
গেল মৌসুমে আর্সেনালের কাছে হেরেছিল তারা।
১৯০৮ সালে শুরু হওয়া ১০১ টি কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে সবচেয়ে বেশি ২১ বার শিরোপা জিতেছে রেড ডেভিলরা। তবে তাদের সাম্প্রতিককালের পারফরম্যান্স একেবারেই পক্ষ্যেই নেই। গেল মৌসুমে অষ্টম স্থানে থেকে লিগ শেষ করেছে তারা।
হারিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগও। অন্যদিকে ২০২৩-২৪ মৌসুমটা ভালোই কেটেছে সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এবং এফ এ কাপ জিতে নিজেদের দাপট ধরে রেখেছে তারা।
ম্যানচেস্টার ডার্বিতে সিটি-ম্যানইউয়ের মুখোমুখি ১৯৩ বারের দেখায় জয়ের পাল্লা ভারী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ৭৯ জয় নিয়ে এখানে নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে রেড ডেভিলস। আছে গত মৌসুমে এফএ কাপের সিটিকে হারানোর প্রেরণাও। তবে জয়ের লক্ষে বদ্ধপরিকর সিটিও।

# সোনা জয়ের রেকর্ড গড়ে অলিম্পিককে বিদায় টেবিল টেনিস কিংবদন্তির

**আপনজন ডেস্ক:** ক্যারিয়ারে তাঁর অর্জনগুলো নিয়ে একটা বই লেখা সম্ভব। টেবিল টেনিস অঙ্গনে এতটা লম্বা সময় ধরে কেউ দাপট দেখাতে পারেননি বলে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশন (আইটিটিএফ) তাঁর ডাকনাম দিয়েছে 'দ্য ডিক্টেটর' (একনায়ক) ও 'দ্য ড্রাগন'। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, একমাত্র পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ডাবল গ্র্যান্ড স্লাম, সবচেয়ে বেশি ৬৪ মাস বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বরে থাকা (এর মধ্যে টানা ৩৫ মাস শীর্ষস্থান ধরে রাখা)—এক জীবনে আর কী চাই!
মা লংয়ের তবু কিছু চাওয়ার ছিল। চীনের হয়ে অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি সোনার পদক জেতা। সেই চাওয়া গতকাল রাতে পূরণ হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের দলগত টেবিল টেনিস ফাইনালে সুইডেনকে ৩-০ ম্যাচ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চীন। এর মধ্য দিয়ে চীনের হয়ে রেকর্ড ৬টি সোনা জয়ের কীর্তি গড়েছেন দলটির অধিনায়ক মা লং। এত দিন ৫টি করে সোনা জিতে মা লংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন দুই চাইভার উ মিনজিয়া ও চেন রুওলিন এবং জিমন্যাস্ট জু কাই।
অলিম্পিক টেবিল টেনিস ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনার জয়ের রেকর্ডটা ২০২০ টোকিও অলিম্পিকেই গড়েছিলেন মা লং। কাল ষষ্ঠ সোনা জিতে নিজের রেকর্ডটাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। অলিম্পিকে এই খেলায় ৪টির বেশি সোনার পদক মা লং ছাড়া আর কারও নেই। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক দিয়ে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' অভিষেক হয় তাঁর। তখন থেকে এখন পর্যন্ত সব অলিম্পিকেই অন্তত একটি সোনা জিতেছেন।
২০১২ লন্ডন, ২০১৬ রিও ডি জেনিরো, ২০২০ টোকিও ও সর্বশেষ ২০১৪ প্যারিস–টানা চার অলিম্পিকে টেবিল টেনিসের দলগত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া একমাত্র খেলোয়াড় মা লং। এককভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন রিও এবং টোকিওতে।
বয়স ৩৬ ছুঁই ছুঁই। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের সময় মা লংয়ের বয়স হবে ৪০-এর কাছাকাছি। নিজেকে সেই অলিম্পিকে দেখছেন না এই কিংবদন্তি। কাল অনন্য কীর্তি গড়ার পর জানিয়ে দিয়েছেন, প্যারিসই তাঁর শেষ অলিম্পিক হয়ে থাকবে, 'গত ১২ বছর আমার যাত্রাটা ছিল উত্থান-পতনে ভরা। প্রতিটি অলিম্পিকে আমি ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছি। নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করছি। টোকিওর পর আমি এখানে (প্যারিসে) থাকার আশা করিনি। কিন্তু এই তিন বছর আমাকে মানসিক ও প্রযুক্তিগতভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এই সোনার পদক অলিম্পিকে আমার পথচলা শেষ করার দারুণ উপায়।'
সংবাদ সম্মেলনে অলিম্পিক থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মা লং
সংবাদ সম্মেলনে অলিম্পিক থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মা লংএক্স অলিম্পিককে বিদায় জানিয়ে দিলেও জাতীয় দলের হয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে মা লংয়ের, 'ভবিষ্যতে আপনারা হয়তো আমাকে আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসের মঞ্চে দেখতে পারবেন।'
প্যারিস অলিম্পিকে টেবিল টেনিসের পাঁচ ইভেন্টের মধ্যে চারটিতেই (পুরুষ একক, নারী একক, পুরুষ দলগত, মিশ্র দ্বৈত) সোনা জিতেছে চীন। মেয়েদের দলগত ইভেন্টেরও ফাইনালে উঠেছে চীন। আজ সন্ধ্যায় সোনার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ জাপান। ছেলে না মেয়ে বিতর্ক পেছনে ফেলে খেলিফের সোনা জয়
১৯৮৮ সিউল অলিম্পিক দিয়ে সর্ববৃহৎ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় টেবিল টেনিস যুক্ত হয়। তখন থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত এই খেলায় ৪১ সোনার পদকের ৩৬টিই জিতেছে চীন।

# ইংল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলি

**আপনজন ডেস্ক:** ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও শিরোপাবঞ্চিত হওয়ায় ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ থেকে পদত্যাগ করেন গ্যারেথ সাউথগেট। এবার তার জায়গায় কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে লি কার্সলিকে। গতকাল শুক্রবারর কার্সলিকে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। কার্সলি আগামী ন্যাশনস লিগে ইংল্যান্ড দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। কার্সলির প্রথম অ্যাসাইমেন্ট আগামী ৭ সেপ্টেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। কার্সলির দায়িত্ব পালনকালে স্থায়ী কোচের সন্ধানে থাকবে এফএ। কোচ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে কার্সলি এক বিবৃতিতে বলেন, ইংল্যান্ডের এই স্কোয়াডকে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নেতৃত্ব দেওয়া সম্মানের বিষয়। যেহেতু আমি খেলোয়াড় এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে খুব পরিচিত, তাই নতুন ম্যানেজার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় দলকে পরিচালনা করা আমার পক্ষে সহজ হবে। আমার প্রধান অগ্রাধিকার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং আমাদের লক্ষ্য উয়েফা নেশনস লিগে উন্নতি করা। ২০২১ সাল থেকে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের হেডকোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন কার্সলি। এবার তাকে জাতীয় দলের দায়িত্বও দেওয়া হলো।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া
সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই কাজে আমরা সহ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও সেওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ প্যাকেজ ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুতিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলি
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিন আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা ( M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
ফর্ম নেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪
পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪ রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail
Mob. 9732381000, 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**